জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ইবোলা সতর্কতা

মধ্য আফ্রিকায় ইবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব। সতর্কতা দমদম বিমানবন্দরে। চলছে ডিআর কঙ্গো ও উগান্ডা থেকে আসা যাত্রীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা। নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হচ্ছে

বিলম্বিত বর্ষা

দেশে বিলম্বিত বর্ষার প্রবেশ। কেরলে বর্ষা ঢুকতে কমপক্ষে আরও তিনদিন সময় লাগবে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গেও বর্ষার প্রবেশ দেরিতে। দক্ষিণবঙ্গে ক্রমশ বাড়ছে তাপমাত্রা। উত্তরে জারি ভারী বৃষ্টি

মিথ্যে অপবাদে মানসিক চাপ আত্মঘাতী পঞ্চায়েতের প্রধান

তীব্র গরমে স্কুলের সময়সূচি পরিবর্তন করছে বিকাশ ভবন

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ২ ● ৩ জুন, ২০২৬ ● ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 2 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 3 JUNE, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

এই বর্বর বিজেপিকে সরাবই

ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল। মঙ্গলবার। আবার রাজপথে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানুষের সমর্থন উপচে পড়ল সভায়। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ধামসা মাদল

মা মাটি মানুষের আঙিনায়
সন্ধে রাতের চাঁদ জ্যোৎস্নায়
আকাশের পথে সারি সারি তারা
মনে হয় এ জীবন আনন্দধারা।

উন্মুক্ত প্রকৃতির মুক্ত জায়গায়
যেখানে প্রকৃতি এসে দাঁড়ায় মাটির
বারান্দায়
রাস্তার দুধারে লাল মাটি
আর সবুজ টিয়া বন
পলাশ বসন্তের লাল আভাতে
মন করে উচাটন।
বারবার যেন ফিরে আসি
এই মাটিরই কোলে
বন অরণ্য ছুঁয়ে যাবো
আর ধামসা মাদলে।

দিল্লি থেকে তৃণমূল ভাঙার ছক

প্রতিবেদন : জিয়েঙ্গে তো বিজেপি কো হাটাকে যায়েঙ্গে। ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলের ধরনামঞ্চ থেকে গর্জে উঠলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনগর্জনের মাঝেই তাঁর ঘোষণা, দিল্লি থেকে কলকাঠি নেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ফেলে দেওয়া চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্ত বানচাল করবই। বেআইনিভাবে আমাদের বিধায়ক, কাউন্সিলর, দলীয় প্রার্থীদের ভয় দেখানো হচ্ছে। কথা দিলাম, এই অত্যাচারী - বর্বর বিজেপিকে সরাবই। মঙ্গলবার বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি কারও সুদিনে না-হোক, দুর্দিনে আছি। বিজেপি বাদে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক রয়েছে। বিজেপিরও অনেকের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে। এখন আমাকেও আটকানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমাকে আটকাতে পারবে না। আমাকে যেখানে আটকাবে, সেখানেই বসে যাব। আন্দোলন চলবে। এই যে গত শনিবার সোনারপুরে মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে গলির মধ্যে তাঁর উপর অ্যাটাক হল। হেলমেট না-দিলে পাথরটা ওর মাথায় লাগত। তারপর হাসপাতালেও চূড়ান্ত 'অসহযোগিতা'। পুলিশ নার্সিংহোমকে থ্রেট করছে! ট্রমা কেয়ারে ভর্তি করেও আমাদের বলল, মাফ করবেন। আর চাপ নিতে পারছি না। ভয় দেখানো হচ্ছে। (এরপর ১২ পাতায়)

রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে কর্মসূচি হলে আদালতে যাব

প্রতিবেদন : ইচ্ছা করে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে কর্মসূচি করার অনুমতি দেওয়া হয়নি তৃণমূলকে। মঙ্গলবার ওয়াই চ্যানেলে বিজেপির প্রশাসনকে একহাত নিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমিও দেখতে চাই, ভবিষ্যতে রানি রাসমণিতে কোনও কর্মসূচি হচ্ছে কি না। যদি রানি রাসমণিতে কোনও কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয় কোনও রাজনৈতিক দলকে, তখন কোর্টে যাব। কোর্টে গিয়ে বলব, আমাদের ওখানে কর্মসূচি করতে দেওয়া হয়নি। এখন কেন অনুমতি?

নেতৃত্বের সঙ্গে ধর্মতলার মঞ্চে বক্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাস-সহ একাধিক অভিযোগে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে ধরনা-কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ওই জায়গায় তৃণমূলের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয়নি। সোমবার গভীর রাতে পুলিশের তরফে জানানো হয়, রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে নয়, ওয়াই চ্যানেলে (এরপর ১০ পাতায়)

অন্নপূর্ণা বিভ্রান্তি

আজ, বুধবার থেকে অন্নপূর্ণার টাকা দেওয়ার কথা। অথচ অনলাইনে আবেদন করা শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। মাত্র দু'দিনে নথি যাচাই করে কীভাবে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব? প্রতিটি ব্লক ও পুরসভায় ১০০ জন করে উপভোক্তাকে অনুমোদনপত্র দেওয়ার কথা। সেই তালিকা কে তৈরি করল? দু'মাস ধরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকাও দেওয়া হয়নি।(বিস্তারিত ভিতরে)

সংবিধান হাতে লড়াইয়ের ময়দানে

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর ২টো বাজে। কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরোলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাতে সংবিধান। সঙ্গে রয়েছেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, বিধায়ক কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র, অসীমা পাত্র। গন্তব্য ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল। বাড়ির গলি থেকে বেরিয়ে ভবানী ভবন-ডি এল খান রোড হয়ে পিটিএস ছুঁয়ে ময়দানে পড়ল কনভয়। পিছনে তখন তামাম মিডিয়া। কে বলবে তাঁর দল সদ্য নির্বাচনে হেরেছে! এক ঝলক দেখলে মনে হবে সেই পুরনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চলেছেন রাজপথ দিয়ে, সঙ্গে ঝড়ের গতিতে মিডিয়া। রেড রোডে উঠে গাড়ির গতি বাড়ার বদলে আচমকা থেমে গেল। (এরপর ১২ পাতায়)

তৃণমূলের চিঠি নেবে না বিধানসভা!

প্রতিবেদন : এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা! বিধানসভার স্পিকারের স্পষ্ট নির্দেশ, তৃণমূলের তরফে আর কোনও চিঠি গ্রহণ করা হবে না। সোমবার তৃণমূলের চিঠি রিসিভ করার পরই আজব এই নিদান এসেছে বিধানসভায় স্পিকারের সচিবালয়ে। মঙ্গলবার বিধানসভার অধ্যক্ষকে দলের তরফে চিঠি দিতে গিয়েছিলেন বিধায়ক অসীমা পাত্র ও কুণাল ঘোষ। কিন্তু চিঠি গ্রহণ করা হয়নি। তাই সচিবের টেবিলে চিঠি যত্ন সহকারে রেখে এসেছেন

অসীমা পাত্র ও কুণাল ঘোষ।

তাঁরা। সেই দৃশ্য ভিডিও করেও রাখা হয়েছে। এই ঘটনার পর সাংবাদিক বৈঠকে দলের মুখপাত্র বিধায়ক কুণাল ঘোষ জানান, একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। অধ্যক্ষ নেই। অধ্যক্ষের সচিবালয়ে গেলাম তাঁর সচিবের কাছে। তিনি যা জানালেন, তা শুনে হাসব না কাঁদব ভেবে পাচ্ছি না। সোমবার একটি চিঠি জমা করা হয়েছে। তিনি তা গ্রহণ করেছেন। রিসিভ কপিও দিয়েছেন। এদিন তাঁর সচিবালয়ের সচিব বলছেন, (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
3 June, 2026 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৩৯ জামশেদজি টাটা (১৮৩৯-১৯০৪)

নাভসারিতে জন্মগ্রহণ করেন। জওহরলাল নেহেরু তাঁকে বলতেন 'ভারতীয় শিল্পের জনক।' ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর বাবার ব্যবসায়ের কাজেই যুক্ত ছিলেন এবং তারপরে ১৮৬৮ সালে ২১ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে একটি ট্রেডিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তথ্য অনুযায়ী, খুব ধনী হওয়া সত্ত্বেও টাটা খুব সাধারণ মানুষ ছিলেন। মুম্বইয়ে তাঁর বাড়ি, এসপ্ল্যানেড হাউস, তাঁর দূরের আত্মীয়-সহ পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সবসময় অবারিত দ্বার ছিল। তাঁর একাধিক ব্যবসা থাকলেও, তিনি লৌহ-ইস্পাত শিল্পের জন্য ভারতে নিজেকে অমর করে রেখেছেন। তাঁর হাতেই গড়ে উঠেছিল আজকের জামশেদপুর শহর। টাটা আয়রন ও স্টিল গড়ে তুলেছিলেন তিনি।

১৯৯৯ টমাস গডফ্রে ইভান্স (১৯২০-১৯৯৯) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৪৬-১৯৫৯ ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য। মূলত উইকেট রক্ষক ছিলেন। প্রথম টেস্ট খেলেন ভারতের বিরুদ্ধে। টানা ২২টি টেস্ট খেলার পর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকারী ইংল্যান্ড দল থেকে বাদ পড়েন। পরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফের দলে ফিরে আসেন।

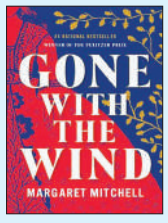

১৯৩৭ মার্গারেট মিচেল
পুলিৎজার পুরস্কার পান 'গন উইথ দ্য উইন্ড' বইটির জন্য। এই উপন্যাসটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এটি দুবছর পর চলচ্চিত্র হিসেবে অস্কার পুরস্কার লাভ করে।

১৮৯৮ গোল্ডা মেয়ার (১৮৯৮-১৯৭৮) এদিন ইউক্রেনের কিয়েভে জন্মগ্রহণ করেন। ইজরায়েলের চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী। সে-দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

১৯৬৯ জাকির হুসেন (১৮৯৭-১৯৬৯) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি এবং প্রথম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত রাষ্ট্রপতি। মে ১৩, ১৯৬৭ থেকে আমৃত্যু ভারতের রাষ্ট্রপতিপদে আসীন ছিলেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

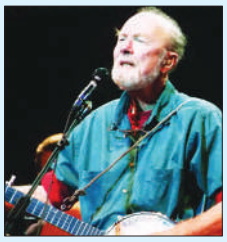

১৯১৯ পিট সিগার (১৯১৯-২০০৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বিশ শতকের এক প্রতিবাদী চরিত্র। গানই ছিল তাঁর প্রতিবাদের ভাষা। আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন শোষকের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে। সারা জীবন শাসিতের পক্ষে দাঁড়ানো এই মানবতাবাদী মানুষটি পল্লির মেঠো সুরকে সঙ্গী করে ঘুরে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, আর তাঁর গানের ভাষাকে আপামর মানুষের প্রাণের সংগীত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

২০০৫ জগজিৎ সিং অরোরা (১৯১৬-২০০৫) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্নে ১৬ ডিসেম্বর তিনি মিত্রবাহিনীর পক্ষে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কীয় দলিল গ্রহণ করেন।

১৯৪৭ লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ভারতের শেষ ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল। অবিভক্ত ভারতকে বিভাজন করে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' প্রকাশ করেছিলেন।

পার্টির কর্মসূচি

একজন ক্যানসার আক্রান্ত, অন্যজন দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়েছেন রেটিনার অসুখে। উভয়েই অশীতিপর। একজন হিন্দু, অপরজন মুসলমান। কিচ্ছু পাওয়ার নেই। শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টানেই উপস্থিত মঙ্গলবারের কর্মসূচিতে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭২১

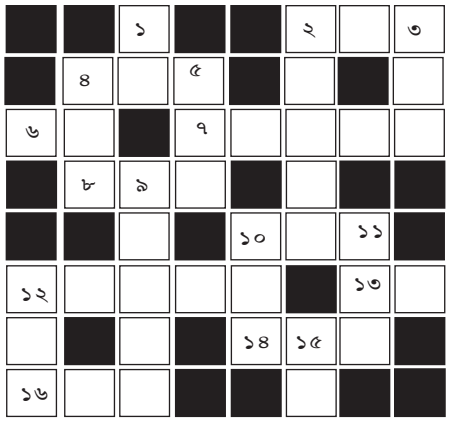

পাশাপাশি : ২. যোদ্ধা ৪. লঘু, অল্পভার ৬. রেখা ৭. ঝগড়া, তর্কাতর্কি ৮. একধরনের রেশমি কাপড় ১০. সহিত, যুক্ত ১২. চুলের গোছা ১৩. খামার ১৪. বাতিল, রদ ১৬. — হতে যেন জাগি গানের সুরে।

উপর-নিচ : ১. বাজে, খারাপ ২. দ্রুত পায়ে ৩. নয় দিন ৪. লকআপ ৫. শেষ, সমাপ্ত ৯. নিকটে অবস্থান ১০. যুদ্ধ ১১. পৃথক, আলাদা ১২. দাদন ১৫ জুতোর উঁচু গোড়ালি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭২০ : পাশাপাশি : ১. দ্রোণকলস ৪. অর্হণা ৫. অনিবার্য ৬. পরিত্রাণ ৮. গর্জন ৯. মহামহিম। **উপর-নিচ :** ১. দ্রোণাচার্য ২. কওয়া ৩. সম্প্রসারণ ৫. অধিনিয়ম ৬. পরিগম ৭. অক্রম।

২ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৬৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৭৬০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৯৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৬৮২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৬৮৩৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.২৮	৯৩.০৪
ইউরো	১১০.৯৪	১০৮.৩৯
পাউন্ড	১২৮.২১	১২৫.২৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ভাগ্যশ্রী সঙ্গে জ্যাকি শ্রফ

■ পার্নো মিত্র

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

3 June, 2026 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৩ জুন ২০২৬
বুধবার

ওয়াই চ্যানেলে তৃণমূলের ধরনামঞ্চ ● নানা মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি

আমি সব জায়গায় যাব
মারলে মারো, চ্যালেঞ্জ নেত্রীর

প্রতিবেদন : মারলে মারো। কিন্তু যতদিন কণ্ঠ রয়েছে, ততদিন মাথানত করব না। মঙ্গলবার ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে তৃণমূলের ধরনামঞ্চ থেকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, অভিষেক মাত্র দু'জায়গায় গিয়েছিল, তাতেই ভয় পেয়ে গিয়েছে বিজেপি। তাই ওকে মারতে গিয়েছিল। কিন্তু আমি তো সব জায়গায় যাব। তবে জানিয়ে যাব না। এরপরই তাঁর চ্যালেঞ্জ, মারলে মারো। কিন্তু আমাকে কোনওভাবেই মাথানত করাতে পারবে না।

এদিন ওয়াই চ্যানেলে ভোট-পরবর্তী অশান্তি, পুনর্বাসন না দিয়েই হকার উচ্ছেদ, নিট পরীক্ষার জালিয়াতি ও বিজেপি সরকারের প্রতিহিংসামূলক আচরণের প্রতিবাদে ধরনায় বসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে ঘিরে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকদের ভিড়। নেত্রীর বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা 'জয় বাংলা' ধ্বনি তোলেন। জনগর্জন ওঠে ধর্মতলায়। নেত্রীকে দেখেই তৃণমূল সমর্থকদের উদ্দীপনা এদিন অন্য মাত্রা এনে দেয় ধরনামঞ্চ। কর্মীদের এতটাই উৎসাহ ছিল যে, বক্তৃতার মাঝে বারবার থামতে হয় নেত্রীকে। কর্মীদের আশ্বস্ত করে তিনি গর্জে ওঠেন বিজেপির মাত্রাছাড়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে। নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে তিনি বলেন, দেখুন কার উপর আপনি দায়িত্ব দিয়েছেন। কী হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। এ সব কিছু তো আপনাকে দেখতেই হবে।

'বাংলা মায়ের অপমান রুখতে পারেন মমতাই'

রোদে পুড়ে দলনেত্রীর টানে ধরনায় নবতিপর

প্রতিবেদন : যাদবপুর থেকেই প্রথম সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই এই যাদবপুরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক আবেগ। মঙ্গলবার সেই আবেগের বশবর্তী হয়ে এক বিরল দৃশ্যের সাক্ষী থাকল ওয়াই চ্যানেল। এদিন দলনেত্রীর ধরনা মঞ্চে ন্যুব্জ শরীর নিয়ে উপস্থিত হলেন ৯০ বছরের এক বৃদ্ধ। এই তীব্র চাঁদিফাটা গরমে দলীয় পতাকা কাঁধে নিয়ে তিনি এসেছেন শুধুমাত্র প্রিয় নেত্রীর ভাষণ শুনবেন বলে।

বাম আমলের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়তেই গলাটা বুজে এল তাঁর। ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, আমার প্রতিটা হাড় ভাঙা। আমাকে ১৬ ঘণ্টা কুয়োর তলায় রাখা হয়েছিল। সিপিএমের মার খেতে খেতে আমাকে মেরে ফেলে দিয়েছিল। শরীরে সেই মারের দাগ আজও স্পষ্ট, কিন্তু মনের দাগটা মুছে দিয়েছে হাতের ওই তিনরঙা পতাকাটা। বৃদ্ধের কথায়, এই ফ্ল্যাগটা দেখলে আমার কোনও মৃত্যুভয় থাকে না। শুধুমাত্র দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে ছুটে এসেছেন ৯০ বছর বয়সী এক প্রবীণ বৃদ্ধ। এই বয়সেও তিনি ভোলেননি নেত্রীর মানবিক রূপকে। বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজীবনের লড়াই এবং সামাজিক প্রকল্পগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই তিনি ধরনা মঞ্চে হাজির হয়েছেন। তাঁর কথায়, বাংলা মায়ের উপর যে অত্যাচার চলছে, তার রুখতে পারেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। আমি ভালবাসি বলেই এখানে এসেছি, যারা ভালবাসে না তারা চলে যাচ্ছে। এই নবতিপর বৃদ্ধের একটা কথাই প্রমাণ করে দিল পদের লোভ বা স্বার্থ নয়, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই একজন কর্মী বা সমর্থকের আসল পরিচয়।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

3 June, 2026 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

রাজপথে নেত্রী

আবার ধর্মতলা। আবার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিক্ষোভ ধরনায় রাজপথে। উপচে পড়ল জনতা। মানুষ বুঝিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। লাগামছাড়া সন্ত্রাস এবং বুলডোজ করে মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর আঘাত হানার প্রতিবাদে শামিল হলেন তৃণমূল নেতৃত্ব-সহ অসংখ্য কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ। এক মাসের বিজেপির সরকার। সরকার কোন তালে চলতে চাইছে তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে এই ক'দিনেই। মিথ্যা অভিযোগে একের পর এক তৃণমূল নেতৃত্বকে যথেচ্ছাচার ভঙ্গিতে গ্রেফতার করা হচ্ছে। প্রতিবাদ মিছিল করতে দেওয়া হচ্ছে না। এদিনের সভাও রানি রাসমণিতে করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই জায়গাটি মিছিল-মিটিং করার জন্যই নির্ধারিত ছিল। স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে যা করছি বেশ করছি ভঙ্গিতে প্রশাসন চালাচ্ছে সরকার। তার চেয়েও বড় কথা হল গরিব মানুষের জীবন জীবিকার উপর সরাসরি আঘাত। তাদের কোনওরকম নোটিশ না দিয়ে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে মাথার উপর ছাদ এবং রুজি-রোজগারের জায়গা। ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন মানুষ। যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন তাঁরাও আফসোস করছেন। বলছেন, আগের সরকার ছিল মানবিক। এ-পরিস্থিতিতে তাঁদের পড়তে হয়নি। লড়াই শুরু হয়েছে। লড়াই চলবে। গরিব মানুষের স্বার্থে তৃণমূল রাস্তাতেই থাকবে।

e-mail থেকে চিঠি

এই হামলা রুখতে হবে একসাথে

দমদম স্টেশন। রেললাইনে পা রেখে প্ল্যাটফর্মে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। কাঁদছেন অঝোরে। দু'চোখ জুড়ে শূন্যতা। রবিবার সকাল হল এই ছবি দেখেই। স্টেশনে স্টল ছিল তাঁর। আর নেই। গভীর রাতের 'অভিযান' কেড়ে নিয়েছে তাঁর সর্বস্ব। সৌজন্যে 'বুলডোজার সংস্কৃতি'। অপরাধ? তিনি হকার। পাশে রেললাইনের উপরই বসে আছেন এক বৃদ্ধ। শূন্যতা তাঁরও সঙ্গী। সব হারানোর শূন্যতা। কত টাকার জিনিস ছিল? এক লাখ? দু'লাখ? পরোয়া নেই। প্রশ্ন এখন একটাই—রেলের জমিতে বসেছিল কেন? অবৈধভাবে বসলে উঠতে তো হবেই! এই আয়ের টাকায় কে পাঁচজনের সংসার টানতেন, কার অসুস্থ বাবার ওষুধের সংস্থান হত, কে ছেলেমেয়ের জন্য স্কুলের বই কিনে নিয়ে যেতেন। এই সব প্রশ্নই নতুন বাংলায় ফ্যাকাশে রং ধরেছে। সোজা কথায়, দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে এই রাজ্য। এই সমাজ। প্রথম ভাগ বলছে, 'যা হচ্ছে বেশ হচ্ছে। সবটাই কর্মফল।' আর দ্বিতীয় ভাগ বলছে, 'এটাই হওয়ার ছিল। আরও নিয়ে এসো এদের ভোট দিয়ে!' অনুপ্রবেশ, এসআইআরও এখন পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে। আলোচনা চলছে। চলবেও। কিন্তু ওই দ্বিতীয় সারিতে বসেই। প্রথম সারি আজকের নতুন বাংলায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে মানবিকতাকে। এক ভয়াবহ সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়েছে সমাজকে। আজ আমরা দেখছি, বিভাজন শুধুই ধর্মীয় হয় না। মানবজমিনের মাঝ বরাবর দাগটা যে কোনও অঙ্কেই টেনে দেওয়া যায়। তা ধর্ম হতে পারে, মনুষ্যত্বও হতে পারে। দিনের শেষে আঘাতটা আছড়ে পড়েছে স্রেফ সমাজের উপর। এর একটা অবয়বও তৈরি হয়েছে—অসহিষ্ণুতা। গত কয়েক মাসে যার সূচনা নিশ্চিতভাবে ধর্মের মোড়কেই হয়েছিল। কিন্তু পালটে যাওয়া সরকারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তা জাল ছড়িয়েছে সমাজের যাবতীয় প্রেক্ষাপটে। বেরিয়ে আসছে দাঁত-নখ। তা সে হকার উচ্ছেদ থেকে তৃণমূল নেতাদের হেনস্তা—সর্বত্র প্রতিক্রিয়ার এই একটাই অবয়ব। অসহিষ্ণুতা। অদ্ভুত এক পৈশাচিক আনন্দ বাংলার সমাজকে এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করে দিয়েছে। দুই শ্রেণির কেউ বলছে না যে, এমনটা ঠিক হয়নি। এই ঘটনা অনুচিত। বরং পক্ষ বেছে নিচ্ছে তারা। মাঠের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে অন্য প্রান্তের প্রত্যেক শ্রেণিকে আক্রমণ চলছে। লাগাতার। অস্থির হয়ে উঠেছে। দ্রুত ফল চাই হাতের মুঠোয়। নিজেদের ধর্ম, আর্থ-সামাজিক ভিত্তি খুঁজে আলাদা হয়ে যাচ্ছে অন্যদের থেকে। মনে মনে বলছে, হকার চুলোয় যাক। প্ল্যাটফর্ম তো ফাঁকা হল! গরিব মানুষ খেতে না পেলে আমার কী? — **পার্থ দেবনাথ, চাকদহ, নদিয়া**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মমতার চ্যালেঞ্জ, "মারলে মারো। কিন্তু যত দিন কণ্ঠ রয়েছে, তত দিন মাথা নত করাতে পারবে না।"

জননেত্রীর ক্ষমতা নেতা নয়, জনতা

- "জিয়েঙ্গে তো বিজেপি কো হাটাকে যায়েঙ্গে"!
- মঙ্গলবারের ওয়াই চ্যানেল মনে করিয়ে দিল অনেক ভুলে যাওয়া কথা।
- সেই সঙ্গে আগামী পথের দিশা।

লিখছেন **অনির্বাণ সাহা**

বিজেপি! মনে পড়ে, নাকি ভুলে গেছ, মনে করিয়ে দিতে হবে?

সাদামাটা অনাড়ম্বর জীবনযাপন এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির জন্য বরাবরই জাতীয় রাজনীতিতে চর্চায় থাকেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁর জমা দেওয়া নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ১৫.৩৭ লক্ষ টাকা, যা দেশের অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীদের আয়ের তুলনায় নিতান্তই নগন্য।

হলফনামা অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরের তুলনায় মমতার মোট সম্পত্তির পরিমাণ বাড়ার বদলে উল্টে কমেছে। বর্তমানে তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১৫.৩৭ লক্ষ টাকা, যা ২০২১ সালের নির্বাচনের সময় ছিল ১৬.৭২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, গত পাঁচ বছরে তাঁর সম্পত্তি প্রায় ১.৩০ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

মনে পড়ে বিজেপি আর গদ্দাররা!

সুতি শাড়ি আর সাধারণ রবারের চটি পরা ছোটখাটো গড়নের মমতাকে দেখে একসময় কল্পনাও করা যায়নি যে, তিনি বিশ্বের দীর্ঘতম গণতান্ত্রিক বাম শাসনের পতন ঘটাবেন। কিন্তু ২০১১ সালে টানা ৩৪ বছরের সিপিএম শাসনের অবসান ঘটিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে দেন।

ভুলে গেলেন নাকি, সে সময় নিউইয়র্ক টাইমস তাকে 'বার্লিন দেয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়া হাতুড়ি' হিসেবে বর্ণনা করেছিল। আর টাইম ম্যাগাজিন তাকে বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় স্থান দিয়েছিল।

কলকাতার এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নব্বইয়ের দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজপথে বাম-বিরোধী আন্দোলনের প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন।

১৯৯০ সালে এক মিছিলে সিপিএম ক্যাডারদের হামলায় তার মাথার খুলি ফেটে গিয়েছিল। ওই ঘটনা মমতাকে একজন 'লড়াকু' ও 'ত্যাগী' নেত্রীতে পরিণত করে, যা তিনি ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও ধরে রেখেছেন। মঙ্গলবারের ওয়াই চ্যানেল সেই চেহারা আবার চিনিয়ে দিল।

মনে করিয়ে দিই, ২০০৭ সালে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে মমতা কৃষকদের মসিহা হয়ে ওঠেন।

সাধারণ মানুষ তাকে ভালবেসে ডাকতে শুরু করে 'দিদি'

ভারতের অন্যান্য প্রভাবশালী নারী নেত্রীদের মতো তাঁর পেছনে কোনও রাজনৈতিক বংশপরিচয় বা গডফাদার ছিল না। একক শক্তিতেই তিনি তিন মেয়াদে ক্ষমতা ধরে রেখেছিলেন। সেজন্য কোনও ইভিএম কারচুপি বা বৈধ ভোটার বাদের কারসাজি করতে হয়নি তাঁকে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যারিশমা, নারীদের জন্য কল্যাণমুখী প্রকল্প এবং বাঙালি অস্মিতা এরাজ্যে সবসময় বিজেপির উত্থানের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে কাজ করেছে।

শুধু ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা দিয়ে একটি রাজনৈতিক কাঠামো আজীবন টিকিয়ে রাখা

সম্ভবায়িত করেছেন তিনি।

বিজেপি আর গদ্দারগুলো ভাবছিল, ভোট চুরির কারণে পরাজয়ের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে বুঝি দল ধরে রাখা।

কিন্তু মঙ্গলবারের ওয়াই চ্যানেল বুঝিয়ে দিল, শাসক দল হারলে নেতা-কর্মীরা যে দ্রুত ক্ষমতার নতুন কেন্দ্রের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেন, সেই পরম্পরা তৃণমূল কংগ্রেসের ডিএনএ তে নেই।

সুতরাং, বিজেপি জেনে রাখুক, ৭১ বছর বয়সী এই নেত্রীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই শেষ কথা বলা একেবারেই ঠিক হবে না।

হয়তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীদের জন্য সামনে এক কঠিন সময় অপেক্ষা করছে। আটের দশকের শেষ দিক থেকে মমতা কখনও ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব ছাড়া থাকেননি। ক্ষমতা ছাড়া মমতা—এটি বাংলার রাজনীতিতে বিরল দৃশ্য। সেই বিরল দৃশ্যের হয়তো সাক্ষী থাকতে চলেছে বাংলা।

কিন্তু বিজেপির জন্য সবচেয়ে ভীতিপ্রদ কথা, জননেত্রী এখন মুক্ত বিহঙ্গ, একজন সাধারণ মানুষ। তাঁর আর কোনও চেয়ার নেই।

আমরা তো নির্বাচনে হারিনি। আমাদের কাছ থেকে জোর করে জয় কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাই আমাদের নেত্রী যেকোনও জায়গায় যেতে পারেন, যেকোনও জায়গায় লড়াই করতে পারেন। তিনি আমাদের সবাইকে নিয়ে আবারও রাজপথেই থাকবেন। মঙ্গলবারের ওয়াই চ্যানেল তেমনটাই বলে গেল।

সুতরাং ভোট চোরদের কপালে আগামী দিনে অফুরান দুঃখ আছে

মঙ্গলবারের ওয়াই চ্যানেল ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবারও সেই পুরনো চেহারায়, চেনা মেজাজেই ফিরবেন। যিনি রাজপথের লড়াই দিয়েই এক সময় বাংলার মানুষের মন জয় করেছিলেন, তিনি ফের মানুষকে নিয়েই পথে নামতে চলেছেন।

ইতিহাসের পাতায় এক পুরনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ হিসেবে রয়ে যাওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়নি।

মঙ্গলবারই জননেত্রীর নির্ঘোষ শোনা গিয়েছে, "জিয়েঙ্গে তো বিজেপি কো হাটাকে যায়েঙ্গে (যদি বেঁচে থাকি বিজেপি-কে সরাবই)।"

দিল্লি থেকে বিজেপি সরকার কলকাঠি নেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভেঙে দেওয়ার 'চক্রান্ত' হচ্ছে। তবে সেই চেষ্টা 'বানচাল' করে দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার আমাদের ওয়াই চ্যানেলের ধরনায় মাইকের অনুমতি দেওয়া হয়নি। হ্যান্ড মাইক নিয়ে বলতে হয়েছে নেত্রীকে। এভাবে এই চোর চিটিংবাজদের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকাতে পারবে না। যেখানে পারব আমরা, সেখানেই বসে পড়ব। বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিতে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকাতে পেরেছে না জানতে পেরেছে? সংবিধান নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মালা দিয়ে শপথ নিয়েছেন— এই অত্যাচার যত দিন চলছে, তত দিন মোকাবিলা করবেন।

সুতরাং, বিজেপি তৈরি থাকো।
করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ওয়াই চ্যানেলে তৃণমূলের ধরনামঞ্চ ● নানা মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি

দোকান-ঘর ভেঙেছ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে

প্রতিবেদন : পুনর্বাসন ছাড়া হকারদের উচ্ছেদ করা তৃণমূলের নীতি নয়। আমরা সব সময় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যার সমাধান করেছি। রাজ্যে নতুন সরকার এসে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই গরিব খেটে-খাওয়া মানুষের রুটি-রুজি কেড়ে নিয়েছে। মঙ্গলবার ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলের ধরনামঞ্চ থেকে গর্জে উঠলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি তুললেন, হাজার হাজার হকারের পেটে লাথি মেরেছে। দোকান-ঘর ভেঙে দিয়েছে। তারা আজ সর্বহারা। এই অবস্থায় অবিলম্বে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে হকারদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। কোনও পুনর্বাসন-পরিকল্পনা ছাড়াই তাঁদের জীবিকা মুছে ফেলা হচ্ছে। বঙ্গ বিজেপি নির্বাচনের আগে বড় মুখ করে বলেছিল ভয় আউট, ভরসা ইন। এখন তো দেখা যাচ্ছে উল্টোটা। বিজেপি ইন আর হকার আউট। হাজার হাজার পরিবার ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। রাতারাতি অসংখ্য পরিবারের বিশ্বাস ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এটাই হল বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন মডেল। ধনীদের জন্য আরাম ও ব্যবসা, আর গরিবদের জন্য কষ্ট ও বেদনা।

ধরনায় অসুস্থ কুণাল

বাড়ি পৌঁছে দিলেন স্বয়ং নেত্রী

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার বিকেলে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ ও ধরনা কর্মসূচি চলার মাঝে হঠাৎ ছন্দপতন। সভার মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়েন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। টানা নানা ধরনের কাজ ও সেই সঙ্গে অতিরিক্ত ভ্যাপসা গরমের কারণেই অসুস্থ হয়ে কিছুটা অচেতন হয়ে পড়েন তিনি। অসুস্থ বিধায়ক শুয়ে পড়েন। মঞ্চ থেকে নেমে আসেন নেত্রী। নিজেই হাওয়া করছিলেন। এই সময় গণমঞ্চের চিকিৎসককে ডেকে আনেন সাংসদ দোলা সেন। তিনি আকুপাংচারের সাহায্যে রক্তচাপ বাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। অনেকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু কুণাল যেতে চাননি। নেত্রীও বলেন, এখন তো আমাদের লোকেদের হাসপাতালে চিকিৎসাও করতে দেওয়া হচ্ছে না। ওকে জায়গা ছেড়ে একা থাকতে দাও। ওই সময় ওআরএস, লেবুর জল ইত্যাদি খাওয়ানো হয়। রক্তচাপ কমে গিয়েছিল। তাৎক্ষণিক চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থবোধ করলে কুণালকে তাঁর মানিকতলার বাড়িতে নিয়ে যান স্বয়ং নেত্রী। দীর্ঘক্ষণ ছিলেন। কুণালকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বেশ কিছু টিপস দেন নেত্রী। এর মাঝে কুণালের ব্যক্তিগত চিকিৎসক আসেন। দেখেন। ওষুধ দেন। চিকিৎসক চলে যাওয়ার পর নেত্রী কুণালকে বিশ্রাম নিতে বলে বাড়ি থেকে বের হন। কুণালের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে এসেছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, মদন মিত্র, অসীমা পাত্র, বীরবাহা হাঁসদা-সহ দলের ছাত্র-যুব নেতৃত্ব ও কাউন্সিলররা।

নেত্রীর ডাকে স্লোগানে কেঁপে উঠল ধর্মতলা

প্রতিবেদন : ফের রাজপথে তৃণমূল। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আবারও শহরের রাজপথে আন্দোলনে ঝড় তুলল তৃণমূল। মঙ্গলবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা, ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ভোট-পরবর্তী অশান্তি, পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ, পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, নিট পরীক্ষার জালিয়াতি ও বিজেপি সরকারের প্রতিহিংসামূলক আচরণের প্রতিবাদে ধরনা-অবস্থানে উপচে পড়ল জনস্রোত। চক্রান্তকারী বিজেপি মঞ্চ বাঁধতে না দিয়ে, মাইকের অনুমতি না দিয়ে তৃণমূলের প্রতিবাদ-আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু বিজেপির সেই রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জননেত্রীর ডাকে তৃণমূল নেতা-কর্মী-সমর্থকদের স্লোগানে কেঁপে উঠল ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল। বক্তব্য রাখেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে তৃণমূলের কণ্ঠরোধের চেষ্টার প্রতিবাদে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পুলিশকে দিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে। গত ২৯ মে পুলিশকে চিঠি দিয়ে আমরা জানিয়েছিলাম, আজকে রানি রাসমণি রোডে তৃণমূল ধরনা-অবস্থান কর্মসূচি করবে। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত কলকাতা পুলিশ কোনও উত্তর দেয়নি। তারপর রাত সাড়ে ১২টার সময় মেইল করে জানিয়েছে, ওয়াই চ্যানেলে বসতে চাইলে বসতে দেব। অত রাতে কোনও ভদ্রলোক জেগে থাকে? শুধু কিছু ক্রিমিনাল জেগে থাকে। সেই ক্রিমিনালের নির্দেশেই এটা করা হয়েছে। এই কথাটা গতকাল সকালে জানালেও আমরা এখানে মঞ্চ করতে পারতাম। মাইক লাগাতে পারতাম। কিন্তু মুশকিল হল, কলকাতা পুলিশ এখন শুভেন্দু অধিকারীর চাকর-বাকর হয়ে গিয়েছে!

কুণাল ঘোষ বলেন, যারা বিজেপির কথায় বিভ্রান্ত হয়ে তাঁদের ভোট দিয়েছিলেন, আজকে তাঁরা হকার পরিবারগুলোর মা-বোনেদের কান্না দেখুন। তাঁদের দোকান, রুটিরুজি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হচ্ছে! দেশজুড়ে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ছে। দিল্লির চেয়ে কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১১ টাকা বেশি! ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাসে আক্রান্ত তৃণমূল। এখনও ঘরছাড়া বহু কর্মী। এই নির্বাচনী সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে! সুমন চট্টোপাধ্যায় বলেন, যাঁরা ভাবছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গদ্দারি করবেন, তাঁরা যদি হিন্দু হন, জেনে রাখবেন— মৃত্যুর পর মুখাগ্নি করার জন্যও কেউ থাকবে না! আর যদি মুসলমান হন, জেনে রাখবেন— আপনার কবরে মাটি দেওয়ার মতোও কেউ থাকবে না! এদিনের ধরনা-অবস্থানে বিধায়ক মদন মিত্র-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন।

মিথ্যাচার-বিভ্রান্তি! ফর্ম বিলিই হল না অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে কারা পেলেন সুবিধা?

প্রতিবেদন : অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে প্রথম দিন থেকে নানা মিথ্যাচার, নানা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি বিজেপি। মুখে স্বচ্ছতার দাবি করলেও প্রকল্প চালুর প্রথম দিনেই উঠতে শুরু করেছে একগুচ্ছ প্রশ্ন। বুধবার থেকেই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। অথচ অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে মাত্র সোমবার। তার আগে গত সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে ১২ পাতার বিশদ আবেদনপত্র। এখনও সর্বত্র ফর্ম বিলিই হয়নি। আবেদন, নথি যাচাই, তথ্য মিলিয়ে দেখা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা— এতসব প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই কীভাবে উপভোক্তা চিহ্নিত করা হল?

সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, বুধবার প্রতিটি ব্লক ও পুরসভায় ১০০ জন করে উপভোক্তার হাতে

গত মাসের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কোথায়? প্রশ্ন উপভোক্তাদের

অনুমোদনপত্র তুলে দেওয়ার কথা। কিন্তু সেই তালিকা তৈরি হল কবে? কারা এই উপভোক্তা? কোন ভিত্তিতে তাঁদের নির্বাচন করা হল? সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর এখনও মেলেনি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে প্রশ্ন তোলার আগে একবার ভেবে দেখুন কেন অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার নিয়ে প্রথম দিন থেকেই এত প্রশ্ন।

ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছিলেন, অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন ও যাচাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পেতে থাকবেন। কিন্তু অভিযোগ, মে মাস থেকেই বহু উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, যাঁরা বুধবার টাকা পাবেন বলে দাবি করা হচ্ছে তাঁরা কি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধাভোগী ছিলেন? তাঁদের ক্ষেত্রে কি পুরনো প্রকল্প বন্ধ করে নতুন প্রকল্প চালু করা হচ্ছে? নাকি অন্নপূর্ণা যোজনা এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সমান্তরালভাবে চলবে? সরকার এখনও এ বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান জানায়নি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের প্রশ্ন, যে প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়াই এখনও চলমান, সেখানে প্রথম দিনেই অর্থ বিতরণের তাড়াহুড়ো কেন? প্রকৃত উপভোক্তা যাচাইয়ের দাবি যদি সত্যিই থাকে, তাহলে কয়েক দিনের মধ্যে সেই কাজ সম্পূর্ণ হল কীভাবে? প্রশ্ন একটাই— এটি কি সত্যিই সুপরিকল্পিত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, নাকি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পূরণের তাড়ায় তৈরি হওয়া নতুন এক 'জুমলা'? তার উত্তর খুঁজছে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মহিলা।

মোথাবাড়ি কাণ্ডে চার্জশিট পেশ

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতে মোথাবাড়ি কাণ্ডে ৫৯ দিনের মাথায় চার্জশিট দিল এনআইএ। এসআইআর চলাকালীন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কালিয়াচকের মোথাবাড়ি এলাকা। সমস্ত নথি থাকা সত্ত্বেও নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, এই অভিযোগে বিডিও অফিসের ভিতরে এসআইআরের কাজে যাওয়া বিচারকদের আটকে রাখা হয়। তদন্তকারীরা যে ১২টি মামলার তদন্ত করছে, এদিন তার মধ্যে ৪টি মামলার চার্জশিট আদালতে জমা দেয়। চারটি চার্জশিটে মোফাক্কেরুল-সহ ২৯ জন অভিযুক্তের নাম রয়েছে।

মেয়র পারিষদ পদে তারকের ইস্তফা

প্রতিবেদন : পদত্যাগ করলেন তারক সিং। মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে পুর-কমিশনারকে চিঠি পাঠালেন ১১৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা নিকাশি ও জল সরবরাহ বিভাগের এমআইসি তারক সিং। অন্যদিকে, একুশের ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় এদিন গ্রেফতার করা হয়েছে তৃণমূল কাউন্সিলর শচীন সিংকে। নারকেলডাঙা থানার একটি মামলায় ৫ বছর পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

রাজ্য
3 June, 2026 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারাতলা উড়ালপুলে গ্যাস আতঙ্ক। মঙ্গলবার সকালে একটি গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি গাড়ি থেকে গ্যাস লিকে যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ

গরমে সকালে স্কুল, বিজ্ঞপ্তি

প্রতিবেদন : অতিরিক্ত গরমে পুড়ছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। এর মধ্যে গরমের ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ায় স্কুলে যেতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। চাঁদিফাটা রোদে স্কুলে যেতে গলদঘর্ম অবস্থা ছাত্রছাত্রীদের। এই পরিস্থিতিতে স্কুলের সময়সূচি পরিবর্তনের নির্দেশ দিল স্কুল শিক্ষা দফতর। বিকাশ ভবনের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, জেলার আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিচার করে স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের সুবিধামতো সকালের সময়সূচি নির্ধারণ ও তা চালু করতে পারবেন। আগামী অন্তত দু-সপ্তাহ প্রয়োজনে স্কুলগুলো সকালের শিফটে পঠন-পাঠন চালাতে পারবে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক— দুই স্তরের স্কুলের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। এই নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই সমস্ত জেলার স্কুল পরিদর্শকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সময় এগোনোর জন্য যাতে পড়াশোনায় কোনওরকম ক্ষতি না হয় সেই বিষয়েও নজর দিতে বলা হয়েছে।

জেইই ফল প্রকাশিত

প্রতিবেদন : প্রকাশিত হল জেইই অ্যাডভান্সের ফলাফল। আইআইটি রুরকি আয়োজিত এই পরীক্ষায় এবার প্রথম স্থান অধিকার করেছেন আইআইটি দিল্লি জোনের ছাত্র শুভম কুমার। মোট নম্বর ৩৬০-এর মধ্যে ৩৩০ পেয়েছেন শুভম। মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছেন আরোহী দেশপাণ্ডে। দেশে তাঁর স্থান ৭৭। গত ১৭ মে হওয়া পরীক্ষায় মোট ১,৭৯,৬৯৩ জন অংশ নিয়েছিলেন।

উদ্ধার উইপোকা খাওয়া টাকা

প্রতিবেদন: ডেঙ্গি দমনে মশা মারতে পুরসভার সাফাই কর্মীরা বন্ধ ঘরের তালা ভাঙতেই উদ্ধার হল দুই ব্যাগ ভর্তি উইপোকা খাওয়া টাকা। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইউনিয়ন রুমে এত টাকা এল কোথা থেকে তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বহুদিন বন্ধ ঘরে পড়ে থাকায় উদ্ধার হওয়া ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকার একটি বড় অংশই উইপোকায় খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। মুচিপাড়া থানার পুলিশ টাকা ছাড়াও বেশ কিছু ভুয়ো ভাউচার ও নথি উদ্ধার করেছে।

মিথ্যে অপবাদ, অপমানে আত্মঘাতী পঞ্চায়েত প্রধান

সংবাদদাতা, বাদুড়িয়া : পরিকল্পিতভাবে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল বাদুড়িয়া থানার যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জাহিদুল হক বৈদ্যকে। অপমানে নিজের ঘরে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন তিনি। ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিঙ্গলেশ্বর গ্রামে। পরিবারের অভিযোগ, প্রধানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছিল পরিকল্পিত ভাবে। সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন জাহিদুল হক বৈদ্য। পুলিশ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করুক।

গত রবিবার বিজেপির দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে অভিযোগ করে, স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১২টি ব্যাটারিচালিত ময়লাফেলা গাড়ি সরকার থেকে দেওয়া হয়। গত তিন বছর আগে দেওয়া হয় এই গাড়িগুলো। ১২টি টোটো প্রধান তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁরই পরিচিত পার্শ্ববর্তী একজনের আম বাগানে রেখে দেয়। কিন্তু তার পরে এলাকার মানুষ দেখে ১২টি টোটো থেকে এখন ৩টি টোটো আছে! বাদবাকি ৯টি টোটো বিক্রি করে দিয়েছে। এলাকার মানুষ ঘটনা জানতে পেরে বাদুড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, টোটো গাড়ির ব্যাটারি চুরি করা এবং দুর্নীতির অভিযোগ তিনি মানতে পারেননি সেই অপমানেই তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার প্রতিবাদে হাওড়া জেলা (সদর) জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি পার্থ বসুর নেতৃত্বে ধিক্কার মিছিল।

ভরসা নেই নিরাপত্তায়, অভিশপ্ত স্কুলে আর যাবে না আয়ুষের ভাই

প্রতিবেদন : স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে আর ভরসা নেই ছোট্ট আয়ুষের বাবার। তাই এক সন্তানকে হারিয়ে দ্বিতীয় সন্তানকে আর ওই অভিশপ্ত স্কুলে পাঠাতে চান না আশিস নাথ। আট বছরের আয়ুষের মঙ্গলবার ১০ দিনে ক্ষৌরকর্ম সারলেন পরিবার। বড়ছেলের পারলৌকিক কাজের পর আয়ুষের বাবা আশিস নাথ জানালেন, ওই বেসরকারি স্কুলের প্রতি কোনও ভরসা তাঁর আর নেই তাই ছোটছেলে আবেশও আর যাবে না ওই স্কুলে।

পরিবারের অভিযোগ, গত ১৩ মে সকাল পৌনে আটটা নাগাদ বাঁশদ্রোণীর ওই বেসরকারি স্কুলে ঢোকে আয়ুষ। ক্লাসের মধ্যেই সে অসুস্থ বোধ করায় শ্রেণিশিক্ষিকাকে জানায়। কিন্তু অভিযোগ, শিক্ষিকা তাকে বাড়ি পাঠানোর কোনও ব্যবস্থা না করে উল্টে মাথা নিচু করে বেঞ্চে বসে থাকার নির্দেশ দেন। এভাবেই দীর্ঘ চার ঘণ্টা তীব্র অসুস্থতা নিয়ে বসে থাকে আট বছরের শিশুটি। ছুটির পর সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অচৈতন্য হয়ে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট পায় সে। প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে এসএসকেএম-এ ভর্তি করা হলেও বাঁচানো যায়নি আয়ুষকে। টানা ১০ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে গত ২৪ মে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে সে। বাবার অভিযোগ, অসুস্থ হওয়ার সাথে সাথে যদি আমাদের খবর দেওয়া হত, তবে আজ ছেলেকে হারাতে হত না। ঘটনার বিচার চেয়ে গত ২৮ মে দিনভর রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। অভিযোগ, ওইদিন মাঝরাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয় এবং বেশ কয়েকজন অভিভাবককে গ্রেফতার করে। এই প্রসঙ্গে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে আশিসবাবু বলেন, পুলিশ তো আন্দোলনকারী অভিভাবকদের গ্রেফতার আর বিক্ষোভের তদন্ত নিয়েই ব্যস্ত! আমার ছেলের মৃত্যুর আসল তদন্ত আদৌ কি হচ্ছে? স্কুল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় থানা ও লালবাজারে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছে।

দলের জেলা সভাপতিকেই নিগ্রহ, ধৃত ৭ বিজেপি কর্মী

সংবাদদাতা, বারাসত : ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে সর্বত্র। পাশাপাশি বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলও সামনে চলে আসছে। গত ২৭ মে রাতে বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রাজীব পোদ্দারের উপরে হামলার অভিযোগ ছিল বারাসতের নবনির্বাচিত বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকার কারণে রাজীব অভিযোগ জানাতে পারেননি। বাড়ি ফিরেই তিনি বারাসত থানায় অভিযোগ করার পর সোমবার রাতে সাতজনকে গ্রেফতার করল বারাসত থানার পুলিশ। মঙ্গলবার অভিযুক্তদের বারাসত আদালতে পাঠানো হয়। বিচারক তাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নে তাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বিজেপি করেন। অভিযুক্তরা হলেন পল্লব সিকদার, শংকর মাহাতো, রাজু মাহাতো, কৌশিক দাস, সম্রাট ঘোষ, প্রীতম ঘোষ ও প্রণব মণ্ডল। বারাসতের ক্ষমতা কার দখলে থাকবে তা নিয়েই গোলমাল শুরু হয় জেলা সভাপতি ও বিধায়কের অনুগামীদের মধ্যে। তাতেই একটি ক্লাবের গন্ডগোলকে কেন্দ্র করে বিধায়কের অনুগামীরা বেধড়ক মারধর করে জেলা সভাপতি রাজীবকে। অভিযোগ, ঘনিষ্ঠরা গ্রেফতার হতেই তাঁদের ছাড়ানোর জন্য উদ্যোগী হয়ে পড়েন বিধায়ক। কোন আইনজীবীকে নিলে অভিযুক্তরা ছাড়া পাবেন তা নির্ধারণ করতে ব্যস্ত বিধায়ক-অনুগামীরা। বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলা সভাপতির অধীনে সাতজন বিধায়ক রয়েছেন। তার মধ্যে একজন বিধায়কের অনুগামীরা যেভাবে জেলা সভাপতিকে মারধর করেছে এবং তাদের বাঁচাতে যেভাবে বিধায়কের ঘনিষ্ঠরা উদ্যোগ নিয়েছে তাতে বিজেপির অন্দরের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা জনসমক্ষে চলে এসেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির অন্দরেই ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা হাতানো, প্রতারণায় ধৃত এক

সংবাদদাতা, নৈহাটি: সমাজ মাধ্যমে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিক মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক। এর পর ফাঁদে ফেলে টাকা হাতানো, এই অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক। অভিযুক্ত মনিউর রহমান ওরফে মানিক রায় বেঙ্গল ম্যাট্রিমনিয়াল সাইটে ভুয়ো নাম পরিচয় দিতে বিভিন্ন মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়, বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আশীর্বাদের সময় নগদ টাকা, সোনার গয়না হাতিয়ে নিত। নামী বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করে বলেও দাবি করত সে। পূর্ব বর্ধমানের রসুলপুরে এক যুবতীর সঙ্গেও সম্পর্ক তৈরি করে তাঁর কাছ থেকে টাকা, গয়না হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। এই একই ঘটনা ঘটে নৈহাটির এক যুবতীর সঙ্গেও। ওই যুবতী নৈহাটি থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর নৈহাটি থেকে তাকে গ্রেফতার করে নৈহাটি থানার পুলিশ। তার বাড়ি কলকাতার বউবাজার এলাকায়। পুলিশ জানতে পেরেছে এধরনের প্রায় ১৫ জনের সাথে প্রতারণা করেছে মানিক রায় ওরফে মনিউর রহমান।

বিলম্বিত বর্ষা, দক্ষিণে আরও বাড়বে তাপমাত্রা

প্রতিবেদন : দেশে বিলম্বিত বর্ষার প্রবেশ। এর মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গে চড়চড় করে বাড়ছে তাপমাত্রা। একই সঙ্গে বাড়ছে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। আজ তাপমাত্রা আরও বেশ খানিকটা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। প্রায় দুই থেকে চার ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে দক্ষিণের জেলাগুলিতে। তবে একই সঙ্গে রাজ্য জুড়ে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে বইতে পারে দমকা ঝড়ো হাওয়া। কিন্তু তাতে গরম খুব একটা কমবে না। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টির দাপট আরও বাড়বে চলতি সপ্তাহের শেষে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। টানা বৃষ্টির জেরে চলতি সপ্তাহেই উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা কমতে পারে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি সতর্কতাও জারি রয়েছে। কেরলেই বর্ষা ঢুকতে আরও তিনদিন সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। ফলে পশ্চিমবঙ্গেও বর্ষার প্রবেশ করতে এখনও কিছুদিন সময় লাগবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

3 June, 2026 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৩ জুন ২০২৬
বুধবার

আদালত-চত্বর থেকে স্বামী ও শ্বশুরকে অপহরণের চেষ্টা, অভিযুক্ত স্ত্রী ও শাশুড়িকে আটক করল পুলিশ। রায়গঞ্জের ঘটনা

কলেজে ঢুকে ছাত্রীকে হেনস্থা এবিভিপির

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ির : কলেজে ঢুকে ছাত্রীকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল এবিভিপির সদস্যদের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থল শিলিগুড়ি। মঙ্গলবার ধর্ম নিয়ে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি করতে এসেছিল আরএসএস সমর্থিত ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। অভিযোগ তখনই এক ছাত্রীকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয়েছে এবিভিপির ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সংগঠনের পক্ষ থেকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। এসএফআই নেতৃত্বের দাবি, কলেজ চত্বরে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তাদের দাবি জাতি ধর্ম নিয়ে কলেজে পড়া বন্ধ করতে চাইছে এবিভিপি বাহিনী, সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের উপর চলছে নির্যাতন, তাদের কলেজে ঢুকতে না দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা জানিয়েছে, বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবিতে তারা কলেজের অধ্যক্ষের কাছে শীঘ্রই একটি ডেপুটেশন জমা দেবে। ঘটনার জেরে কলেজ চত্বরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

শিশুর মৃত্যু

■ মায়ের সঙ্গে দাদুর বাড়ি বেড়াতে এসে মুজনাই নদীর জলে ডুবে মৃত্যু হল বছর তিনেকের এক শিশুর। ঘটনাটি ঘটেছে জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনগর কালিবাড়ি এলাকার মুজনাই নদীতে। এদিন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা নাগাদ ওই শিশুর দাদুর বাড়ি থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার ভাটির দিকে শিশুটির নিথর দেহের খোজ পান প্রতিবেশীরা। তড়িঘড়ি তাকে মোটর সাইকেলে চাপিয়ে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পাঁচদিন আগে ধূপগুড়ি ওভারব্রিজ এলাকা থেকে জটেশ্বর কালীবাড়ি এলাকায় দাদু সহদেব সরকারের বাড়িতে মায়ের সাথে বেড়াতে আসে ৩ বছরের ওই শিশুটি।

বিজেপির জুমলা সরকার বন্ধ করছে উন্নয়ন

থমকে গেল রাস্তার কাজ ক্ষোভে ফুঁসছে বাগবাড়ি

সংবাদদাতা, মালদহ : ভোট লুট করে জেতার পরই রাজ্য জুড়ে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে বিজেপি। বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছে বাড়িঘর, নির্বিচারে হকার উচ্ছেদ, হিংসা-সন্ত্রাস চলছে। এরই সঙ্গে তৃণমূলের উন্নয়নমূলক কাজগুলো বন্ধ করা হচ্ছে। মালদাহের বাগবাড়ি রাস্তার নির্মাণ কাজ বন্ধ করায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

■ রাস্তা সংস্কারের কাজ বন্ধ হওয়ায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

ভোটের আগে জোরকদমে শুরু হয়েছিল রাস্তা তৈরির কাজ। কিন্তু ভোট শেষ হতে আচমকাই বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা নির্মাণ। আর সেই ঘটনাকে ঘিরেই ক্ষোভে ফুঁসছেন মালদহের ইংরেজবাজার ব্লকের কোতুয়ালি অঞ্চলের বাগবাড়ি বাঁধ এলাকার বাসিন্দারা। শুক্রবার রাস্তার উপর নেমে বিক্ষোভে শামিল হন গ্রামবাসীরা। তাঁদের একটাই দাবি, দ্রুত সম্পূর্ণ করা হোক দীর্ঘদিনের অসমাপ্ত রাস্তার কাজ। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাগবাড়ি বাঁধ এলাকার এই রাস্তা বহু বছর ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্ষার সময় কাদা আর গর্তে চলাচল কার্যত অসম্ভব হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন তাঁরা। অবশেষে ভোটের আগে জেলা পরিষদের উদ্যোগে রাস্তার কাজ শুরু হয়। রাস্তায় পাথর ও বালি ফেলে সোলিংয়ের কাজও করা হয়। কিন্তু সেই পর্যন্তই। ভোটপর্ব শেষ হতেই হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় নির্মাণকাজ। গ্রামবাসীদের দাবি, এরপর একাধিকবার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত কাজ শুরুর আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু আশ্বাস ছাড়া মেলেনি কোনও সুরাহা। ফলে আধা-তৈরি রাস্তা এখন আরও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। এদিন বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণেই রাস্তার কাজ থামিয়ে রাখা হয়েছে। যদিও প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। রাস্তার কাজ দ্রুত শেষ না হলে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বাগবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা।

সড়ক সম্প্রসারণের নামে চলল বুলডোজার

সংবাদদাতা রায়গঞ্জ : ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যায়নের খাঁড়া এবার নামল ফুটপাত ব্যবসায়ীদের ওপর। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় সোমবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের চালানো বুলডোজার গুঁড়িয়ে দিল বহু মানুষের রুটিরুজি। আর এই উচ্ছেদ অভিযানের জেরে তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যেই এক বুক কান্না আর অনিশ্চয়তা নিয়ে নিজেদের দোকান ভাঙা সামগ্রী সরাতে বাধ্য হচ্ছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। ৪০ বছরের ঠিকানা শেষ এক নিমেষে উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের মধ্যেই একজন ইটাহার উত্তর পাড়ার বাসিন্দা বৃদ্ধ বেলাল শেখ। বাস স্ট্যান্ডের পাশে ছোট্ট একটি চায়ের দোকান চালিয়েই চলত তাঁর সংসার। পরিবারে উপার্জনের একমাত্র ভরসা তিনিই। সোমবারের বুলডোজার শুধু তাঁর দোকান ভাঙেনি, ভেঙে দিয়েছে তাঁর বেঁচে থাকার সম্বলটুকুও। কথা বলতে বলতে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না বেলালবাবু। অশ্রুসজল চোখে তিনি বলেন, প্রায় ৪০ বছর ধরে এই চায়ের দোকানটা চালাচ্ছি। নিজের ছেলে নেই যে এই বয়সে হাত লাগাবে। তাই এই চড়া রোদে নিজেকেই ভার বহন করে

■ ভেঙেছে দোকান, রোজগারহীন বহু ব্যবসায়ী।

টিন, ইট মাথায় করে সরাতে হচ্ছে। অন্তত বুলডোজারের হাত থেকে কিছু জিনিস যদি বাঁচানো যায়! এই গরমে শরীর খুব অসুস্থ লাগছে, কিন্তু উপায় তো নেই।

সোমবারের আকস্মিক ভাঙচুরে বহু দোকানদারের কষ্টার্জিত জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তাই নতুন করে আর ক্ষতি চান না তাঁরা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই দেখা গেল এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। একদিকে আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরছে, আর অন্যদিকে সেই তীব্র তাপপ্রবাহকে উপেক্ষা করেই ব্যবসায়ীরা নিজেরাই নিজেদের দোকান ঘরের একেকটি ইট, টিন খুলে মাথায় করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। জীবিকায় টান পড়লেও সরকারি নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে বাধ্য হয়েই এই কাজ করছেন উত্তর দিনাজপুরের এই ফুটপাত ব্যবসায়ীরা। তিনি আরও জানান, দিন আনি দিন খাই সংসারে হয়তো না খেয়েই মরতে হবে। সরকার ও প্রশাসনের এই ভূমিকায় ক্ষোভে ও বেদনায় ফেটে পড়েছেন উচ্ছেদ হওয়া গরিব মানুষেরা। ক্ষোভ উগরে দিয়ে বেলাল শেখ জানান, এই সরকারের ফতোয়া না মেনে উপায় নেই। তাঁর অভিযোগ, গরিব মানুষের আর্তনাদ শোনার ক্ষমতা এই কেন্দ্র বা রাজ্য— কোনো সরকারেরই নেই। এরা 'গরিবি হটাও' স্লোগান দেয়, কিন্তু আসলে বেছে বেছে গরিবদেরই হটাচ্ছে। আপাতত সরকারি নিয়ম মেনে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা নিজেদের সামগ্রী সরিয়ে নিলেও, উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে এখন শুধুই একঝাঁক অসহায় মানুষের দীর্ঘশ্বাস আর বেঁচে থাকার আকুল লড়াই।

এবিভিপির চক্রান্তে ধৃত ছাত্রনেতা, শুনে হৃদরোগে মৃত্যু বাবার

■ শোকার্ত পরিবারের পাশে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : এবিভিপির মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার ছেলে। শুনেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল বাবার। শিলিগুড়ির ঘটনা। ধৃত ছাত্রনেতার নাম বিশ্বজিৎ সরকার।

ঘটনার সূত্রপাত শিলিগুড়ি কলেজে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যের স্বার্থে হেল্পডেস্ক বসানো ঘিরে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ওপর চড়াও হয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের গুন্ডা বাহিনী, যার মধ্যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্র নেতা বিবেক ঝা-কে লক্ষ্য করে পাথর ও লাঠি দিয়ে আক্রমণ করার পরেই রক্তাক্ত হয়ে ওঠে কলেজ ক্যাম্পাস, তড়িঘড়ি শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের নির্দেশে ছাত্রনেতা বিবেককে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়, অন্যদিকে বিপদ বুঝে এবিভিপির ছাত্র সংগঠন নিজেদের পিঠ বাঁচাতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দার্জিলিং জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার-সহ অন্যান্য ছাত্রনেতার নামে নির্দিষ্ট ধারায় নন বেলেবেল সেকশনে মামলা রুজু করলে, ২৭ মে মধ্যরাতে ছাত্রনেতা বিশ্বজিৎ সরকারকে অনৈতিকভাবে প্রমাণ ছাড়া গ্রেফতার পুলিশ, শিলিগুড়ির তৃণমূল ছাত্র রাজনীতি ছাড়াও বিরোধীদের কাছেও বিশ্বজিৎতের গ্রেফতারি বড় অবাকের, কারণ ছাত্র রাজনীতি করলেও তার শান্ত স্বভাব, বড়ই নজর কাড়ত, বিশ্বজিতের এই গ্রেপ্তারি মেনে নিতে পারেননি শহরের অনেক মানুষ, ছেলেই পরিবারের একমাত্র ভরসা, ছেলের এই পরিণতি মেনে নিতে পারেননি বিশ্বজিতের বাবা শঙ্কর সরকার, রবিবার রাতে বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসেন পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে মেয়র গৌতম দেব এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন। সোমবার বিকেলে বিশ্বজিতের এই অবস্থা শুনে কোর্ট চত্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা-সহ ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এদিন আদালতের নির্দেশে তাঁকে বেল দিয়ে ছাড় দেন বিচারপতি। এর পর বাড়িতে পৌঁছে বাবার নিথর দেহ আগলে কান্নায় ভেঙে পড়েন বিশ্বজিৎ সরকার, পাশে দাঁড়িয়ে গৌতম দেব এবং রঞ্জন সরকার তাঁকে বুঝিয়ে গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

বিজেপির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

সংবাদদাতা: জলপাইগুড়ি: ভোট লুট করে জেতার পর থেকেই ষড়যন্ত্র আর হিংসার রাজনীতি করছে বিজেপি। অত্যাচার চালানো হচ্ছে একের পর এক তৃণমূল কর্মীর ওপর। মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হচ্ছে তৃণমূল নেতাদের। এবার ময়নাগুড়ির তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ দীপক রায়কে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে গ্রেফতার করল বিজেপির পুলিশ। এলাকার বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ করার পরেও আজ জেল খাটতে হল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতেন, হয়তো কোথাও গরিব মানুষের মেয়ের বিয়েতে, কোথাও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের যাবতীয় খরচ বহন করতে দেখা যায় তাকে। এরপরও পরিকল্পিতভাবে একাধিক লিখিত অভিযোগ করেন তার নামে। ষড়যন্ত্রে গ্রেফতার হওয়া তৃণমূল নেতা বলেন, মানুষ এসবের জবাব দেবেন।

৮
৩ জুন ২০২৬
বুধবার

আমার বাংলা

3 June, 2026 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশি সন্দেহে ধৃত যুবককে হোল্ডিং সেন্টারে পাঠাল পুলিশ

প্রতিবেদন : বিরোধী দলগুলো একযোগে প্রতিবাদ করছে পদ্ধতির। তাদের দাবি, আইন মেনে বাংলাদেশে সন্দেহে ধৃতদের আদালতে পেশ করা আইনি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে পাঠানো হোক। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই নিয়মের তোয়াক্কা করছে না। তারা সরাসরি হোল্ডিং সেন্টার থেকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দিচ্ছে। মঙ্গলবারও বাংলাদেশ থেকে আসা এক অনুপ্রবেশকারীকে হোল্ডিং সেন্টারে পাঠাল সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। শুধু কাঁটাতার কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে ঢোকেইনি, এখানে বিয়ে করে সংসারও পেতেছিল শাহিন শেখ। ধৃত শাহিন সামশেরগঞ্জের জালাদিপুর সিমেন্ট গোডাউন এলাকায় থাকতেন। আদতে বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার তারাপুর হঠাৎপাড়ার বাসিন্দা। ২০২১-এ তিনি বাংলাদেশ থেকে অবৈধ উপায়ে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেন। শুধু প্রবেশ করাই নয়,

ধৃত শাহিন শেখ।

এক ভারতীয় মহিলাকে বিয়েও করেন। এখানে থাকার সুবাদে বানিয়ে ফেলেছিলেন ভোটার কার্ড। ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে ভোটও দেন। সাম্প্রতিক ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ যায় নাম। শেষমেশ সেই বাংলাদেশি শাহিনকে গ্রেফতার করল সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। তারপর পাঠিয়ে দিল লালাগোলা হোল্ডিং সেন্টারে।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই অবৈধ বাংলাদেশিদের জন্য রাজ্য সরকার জেলায় জেলায় ডিটেনশন সেন্টারের আদলে হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করছে। সেই নির্দেশ মেনে বাংলাদেশ লাগোয়া লালগোলায় তৈরি হয়েছে হোল্ডিং সেন্টার। এই সেন্টার থেকে ইতিমধ্যেই অনেককে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার আরও এক বাংলাদেশিকে আটক করে সেন্টারে পাঠানো হল। এঁকেও দু-চারদিনের মধ্যে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

রক্তসংকট মোকাবিলায় পুলিশের রক্তদান শিবির

শিবিরে রক্ত দিচ্ছেন এক পুলিশ কর্মী।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : সর্দার প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঝাড়গ্রামে রক্তসংকট মোকাবিলায় আয়োজিত হল এক রক্তদান কর্মসূচি। উদ্যোগ জেলা পুলিশের। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে লালগড় থানায় এক বৃহৎ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। জেলায় বর্তমানে রক্তের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। রক্তের অভাবে বহু রোগী চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন, এমনকি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রক্তসংকট দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে এগিয়ে এসেছে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ প্রশাসন।

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র লালগড় থানা নয়, জেলার প্রতিটি থানাতেই পর্যায়ক্রমে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। সেই উদ্যোগেরই শুভ সূচনা হল মঙ্গলবার লালগড় থানা থেকে। এদিন লালগড় থানার পুলিশ কর্মীরা নিজেরাই প্রথমে রক্তদান করে সাধারণ মানুষের কাছে মানবিকতার বার্তা পৌঁছে দেন। প্রায় ১০০ জন পুলিশ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী এই রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার মানব সিংলা, বিধায়ক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সহ জেলার অন্য পুলিশ আধিকারিকরা। অতিথিরা রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, সমাজের প্রত্যেক সুস্থ মানুষেরই স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসা উচিত। জেলা পুলিশের এই মানবিক ও জনকল্যাণমূলক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। তাঁদের মতে, রক্ত সংকটের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে পুলিশের এই পদক্ষেপ অন্যদেরও রক্তদানে উৎসাহিত করবে এবং বহু মানুষের জীবন বাঁচাতে সহায়ক হবে।

ঝাড়গ্রাম

তমলুকে পুলিশে ব্যাপক রদবদল

সংবাদদাতা, তমলুক : ভোট মিটতেই পুলিশে ব্যাপক রদবদল। বদলি করা হল একাধিক সাব ইন্সপেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরকে। মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপারের তরফ থেকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জেলার প্রায় ৫১ জন পুলিশ অফিসারকে বিভিন্ন জায়গায় বদলি করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছেন একাধিক থানার ওসিও। দুর্গাচক থানার ওসি স্বরূপ ঘোষকে ওসি ওএমজি সেলে পাঠানো হয়েছে। খেজুরি থানার ওসি অমিত প্রামাণিককে তমলুক থানায় পাঠানো হয়েছে। সেই জায়গায় খেজুরি থানার ওসি হয়ে আসছেন তালপাটিঘাট কোস্টাল থানার বর্তমান ওসির সোমনাথ শিট। হলদিয়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর বরুণ মণ্ডলকে নয়াচর উপকূল থানার ওসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে মহিষাদল থানার সাব-ইন্সপেক্টর দেবদূত মণ্ডলকে বদলি করে তালপাটিঘাট উপকূল থানার ওসি করা হয়েছে। জুনপট উপকূল থানার ওসি অভীক প্রধানকে দুর্গাচক থানার ওসি করা হয়েছে। নন্দকুমার থানার সাব ইন্সপেক্টর দেবাশিস বাগকে জুনপুট গোকুল থানার ওসি করা হয়েছে। পাঁশকুড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর অর্কদীপ হালদারকে ময়না থানার নতুন ওসি করা হয়েছে। ভোট মেটাতেই এক ধাক্কায় ৫১ জন পুলিশ অফিসারের বদলিতে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চর্চা।

বেলপাহাড়ি বাজারে শুরু হল ফুটপাথ দখলমুক্তি অভিযান

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : গোটা রাজ্যেই ব্যাপকহারে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে। গরিব দোকানিরা মহা সমস্যায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ইতিমধ্যেই এনিয়ে সরব হয়েছে। তা উপেক্ষা করেই বিভিন্ন জেলায় চলেছে উচ্ছেদ-অভিযান। সাধারণ মানুষের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতে বেলপাহাড়ি বাজার এলাকায় ফুটপাথ দখলমুক্তি অভিযান চালাল বেলপাহাড়ি থানার পুলিশ। প্রশাসনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বাজার এলাকার বিভিন্ন ফুটপাথ অবৈধভাবে দখল হয়ে থাকায় পথচারীদের চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তনে প্রশাসনের উদ্যোগে এদিন বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ফুটপাথের উপর থাকা অবৈধ দখল সরিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সরকারি নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য সতর্ক ও সচেতন করা হয়।

টোটোচালকদেরও সতর্ক করছে পুলিশ

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনসাধারণের স্বার্থে বাজার এলাকায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং পথচারীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চালানো হবে।

প্রাচীন খাদ্যাভ্যাসের 'সুবর্ণরেখিক পাখাল পরব' ঝাড়গ্রামে

মহিলারা মেতেছেন পরব উদযাপনে।

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম শহরে আয়োজিত হল ব্যতিক্রমী 'সুবর্ণরেখিক পাখাল পরব'। স্থানীয় খাবার, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে রবিবার রাতে খুঁটিয়া ভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সুবর্ণরেখা নদী বাহিত অঞ্চলের বহু প্রাচীন খাদ্যাভ্যাস ও লোকসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে এই পরব ঘিরে ছিল ব্যাপক উৎসাহ। পরবের মূল আকর্ষণ ছিল পাখাল বা পান্তাভাত। মাটির থালায় পরিবেশন করা হয় সজু পাখাল ও ঠান্ডা পাখাল। পাশাপাশি অতিথিদের জন্য সাজানো হয় আলুপোড়া, বড়িছেঁচা, ধুপাচিংড়ির ছেঁচা, জলঘোঁটাই চচ্চড়ি, শুশনি শাক, মুসুর ডালের বড়া, ছেঁচকি এবং কুঁদরি পাতার পোড়া-সহ একাধিক ঐতিহ্যবাহী পদ। শালপাতা ও মাটির পাত্রে পরিবেশিত এই খাবারগুলো গ্রামীণ জীবনের পুরনো স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনে।

আয়োজকদের দাবি, একসময় গ্রীষ্মকালে সুবর্ণরেখা অঞ্চলের অধিকাংশ পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্যের অন্যতম অংশ ছিল পাখাল। কিন্তু আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাবে সেই খাদ্যাভ্যাস ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে পুরনো ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে ছিলেন বিভিন্ন বয়সের মানুষ। শিশু, কিশোর ও যুব প্রজন্মের সদস্যরা ঐতিহ্যবাহী খাবারের পাশাপাশি এলাকার ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের নানা দিক সম্পর্কে জানতে আগ্রহ দেখায়। আয়োজকদের মতে, পাখাল পরব শুধুমাত্র একটি খাদ্য উৎসব নয়, বরং একটি অঞ্চলের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কুলটির বোডরা কবরস্থানের কাছের ঝোপ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে নাম-পরিচয়, দেহটি কীভাবে এল, দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা, তদন্ত করছে

আমার বাংলা

3 June, 2026 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

সার-বিবেচনাধীন কয়েক হাজার মানুষ আজও উৎকণ্ঠায় রয়েছেন

ডোমকল

প্রতিবেদন : ডোমকল মহকুমার বেশ কয়েক হাজার বাসিন্দার এখন একেবারে ত্রিশঙ্কু দশা। এসআইআর তালিকায় আজও তাঁরা 'বিবেচনাধীন' থেকে গিয়েছেন। গোছা গোছা নথি জমা দেওয়ার পরেও তাঁদের নাম যেমন ভোটার তালিকায় ওঠেনি, তেমনি বাদও যায়নি। কিন্তু তাঁদের ভাগ্যে আদৌ কী হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন সবাই। এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারেনি প্রশাসন।

এসআইআরে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদনের সুযোগ রাখা হয়েছে। বহু ডিলিটেড ভোটার ইতিমধ্যেই আবেদনও করেছেন। কিন্তু বিবেচনাধীন তালিকাভুক্ত কয়েক হাজার বাসিন্দা ঘোর অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। সূত্রের দাবি, শুধুমাত্র জলঙ্গিতেই এই সংখ্যা প্রায় ২,৪০০। ডোমকল ব্লকেও প্রায় ৭৪৩ জনের নাম বিবেচনাধীন। স্থানীয়দের অভিযোগ, জলঙ্গির

২১৭ নম্বর বুথে ২৫৬ জন, ২১৯ নম্বর বুথে ২২৭ জন, ১৯৬ নম্বর বুথে ৭৩ জন এবং ১৯৭ নম্বর বুথে ৫৮ জনের নাম এখনও বিচারাধীন থেকে গিয়েছে। অভিযোগ, শুনানিতে ডেকে গোছা গোছা নথি জমা নেওয়ার পরেও তাঁদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে তাঁরা ভোটও দিতে পারেননি, আবার ট্রাইব্যুনালে আবেদনও করতে পারছেন না। তাতেই ক্ষোভ বাড়ছে মানুষের মধ্যে। সমস্যার সমাধানে সোমবার জলঙ্গি বিডিও অফিসে সাদিখাঁরদিয়াড় এলাকার শতাধিক বাসিন্দা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের নাম বিচারাধীন তালিকা থেকে সরেনি। ফলে তাঁরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন। জলঙ্গির তৃণমূল বিধায়ক বাবর আলির কথায়, বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। আমি একাধিকবার প্রশাসনের কাছে এই বিষয়ে জানতে চেয়েছি। তাঁরাও স্পষ্টভাবে কিছু বলতেই পারছেন না। সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের বৈঠকেও বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। সত্যিই উদ্বেগজনক সমস্যা। দিনের পর দিন মানুষকে ঝুলিয়ে না রেখে কমিশনের উচিত দ্রুত তাঁদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসা। প্রশাসন সূত্রের দাবি, ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মানুষের দাবি জানানো হয়েছে।

বুলডোজার গুঁড়িয়ে দিল জেলা তৃণমূল ছাত্র-যুব কার্যালয়, ছোট দোকান

বহরমপুর

সংবাদদাতা, বহরমপুর : তৃণমূলের ছাত্র-যুব কার্যালয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল বুলডোজার! একই সঙ্গে রাস্তার পাশে এলাকার কয়েকটি দোকানও ভেঙে দেওয়া হল। মঙ্গলবার সকাল থেকে বহরমপুর পুরনো থানা সংলগ্ন এলাকায় এই কাজে চলল বুলডোজার। বহরমপুর পুরসভার বুলডোজার ভেঙে দিল তৃণমূলের জেলা ছাত্র-যুব কার্যালয়-সহ এলাকার ছোট ছোট ক'টি দোকান। সরকারি জায়গায় অবৈধ অবস্থায় ওই দোকানপাট বা কার্যালয় চলছিল বলে অভিযোগ। সেই কারণেই নতুন সরকারের বুলডোজার চলছে সর্বত্র। তবে পরপর এভাবে বুলডোজার চলায় আতঙ্কে এলাকার ছোট ছোট দোকানদারেরা। তাঁদের শেষ সম্বলটুকু ভেঙে দেওয়ার পর কোথায় যাবেন, কীভাবে সংসার চালাবেন সেই চিন্তায় দিশাহারা দরিদ্র মানুষজন। এদিকে মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি ভীষ্মদেব কর্মকার বলেন, ২০০৭ সালে ওখানে একটা ক্লাব ছিল। ২০১৪ সালে ওই ক্লাবটিই জেলা তৃণমূল ছাত্র-যুব কার্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। সেখান থেকে গোটা জেলার সামগ্রিক পরিষেবা দেওয়া হত। কোথাও রক্তের প্রয়োজন বা কোথাও কোনও সমস্যা হলেও জেলার যুবরা ওই কার্যালয়ে উপস্থিত হতেন এবং তাঁদের পরিষেবা দেওয়া হত। সেটাই বন্ধ হয়ে গেল। সরকারের জায়গা ভেঙে দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে কি তৈরি হবে সেটা পরিষ্কার নয়। তাছাড়া এলাকায় প্রচুর হকার রয়েছেন।কোনও পুনর্বাসন ছাড়াই নতুন সরকার সেই সমস্ত দোকান ভেঙে দিচ্ছে। ওঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেবে রাজ্য সরকার এটা আমাদের দাবি।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শনে ডিএম

সংবাদদাতা, তমলুক : রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পড়ুয়াদের খাবারের গুণগত মান নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। এবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারের গুণগত মান পরিদর্শনে মাঠে নামলেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার। মঙ্গলবার তমলুক ব্লকের বিষ্ণুবাড় হরিসাধন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আচমকা হাজির হন তিনি। সটান পৌঁছে যান অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নাঘরে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে রান্না করা হচ্ছে কিনা এবং সঠিক পরিমাণে তেল-মশলা ব্যবহার হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেন জেলাশাসক।

যানজট সমস্যায় বাইপাস, বাস স্ট্যান্ডের দাবি জানিয়ে অপেক্ষায় ঝালদার মানুষ

প্রতিবেদন : নতুন সরকারের কাছে যানজটের দাবি তুলে স্বপ্নপূরণের আশায় রয়েছেন ঝালদার মানুষ। ১৩৮ বছরের প্রাচীন শহরে বাস স্ট্যান্ডের বেহাল দশার পাশাপাশি সবচেয়ে বড় সমস্যা যানজট। ১২টি ওয়ার্ড নিয়ে তৈরি এই শহরের সঙ্কীর্ণ এলাকার মধ্যে দিয়েই গিয়েছে পুরুলিয়া-রাঁচি রাজ্য সড়ক। ফলে নিত্যদিনের যানজটে নাকাল হয় স্কুলপড়ুয়া, সঙ্কটাপন্ন রোগী ও সাধারণ মানুষ। বাস স্ট্যান্ডের সমস্যা পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। ঝালদাবাসীর দাবি, যানজট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল বাইপাস নির্মাণ। তাঁরা চান বাইপাসের সঙ্গেই তৈরি হোক উন্নত পরিকাঠামো যুক্ত একটি নতুন বাস স্ট্যান্ড। শহরের বাসিন্দাদের বক্তব্য, পুরুলিয়া থেকে ১১০ কিলোমিটার দূরে রাঁচি। চিকিৎসা-সহ ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে প্রতিদিন বহু মানুষকে সেখানে যেতে হয়। ঝালদার যানজট সেক্ষেত্রে বিভীষিকা। একটা বাইপাস হলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে সকলের। ঝালদা পুরসভার কাছে রাস্তার ওপর বাস দাঁড়ায়। ওটাকেই বাস স্ট্যান্ড বলা হয়। নেই কোনও প্রতীক্ষালয় বা শৌচাগার। রাস্তার ওপরে বাস দাঁড়ায় বলে যানজট আরও বাড়ে। তাই বাইপাসের সঙ্গে বাস স্ট্যান্ডও দরকার। ঝালদার প্রবীণ বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এখন যে রাজ্য সড়ক ঝালদার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, একটা সময়ে সেটাই ছিল বাইপাস। এখন রাস্তাটি ঝালদার প্রধান সড়ক হয়েছে। ওই রাস্তায় হয়েছে দোকান-বাজার। নতুন বাইপাস হলে ঝালদা শহরের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। দাবি জানিয়ে শুরু হয়েছে এলাকাবাসীর প্রতীক্ষা।

ট্রেন থেকে উদ্ধার ২ বিরল প্রজাতির কচ্ছপ, পানাগড়ে ধৃত ১ পাচারকারী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : উত্তরপ্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে কচ্ছপ পাচারের ছক ভেস্তে দিল রেল পুলিশ। পানাগড়ে ট্রেন থেকে উদ্ধার হল দুটি বিরল ভারতীয় প্রজাতির কচ্ছপ। এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ দুটির ওজন প্রায় ১০ কেজি করে বলে জানা গিয়েছে। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তর প্রদেশ থেকে কচ্ছপ দুটি দুন এক্সপ্রেসে করে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে এসে পাচারের ছক করা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সতর্ক হয় পানাগড় রেল পুলিশ। ট্রেনটি পানাগড়ে পৌঁছতেই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। অভিযানের সময় পাচারকারী জান্নাকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় দুটি ভারতীয় বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। ধৃত উত্তরপ্রদেশের জগদীশপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। যদিও তদন্তকারীদের অনুমান, পাচারের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে। কোথায় এবং কার কাছে সেগুলি পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। উদ্ধারের পর ধৃত ব্যক্তি এবং কচ্ছপ দুটিকে পানাগড় বন বিভাগের হাতে তুলে দেয় রেল পুলিশ। পানাগড় বনবিভাগ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে মামলা রুজু করেছে। মঙ্গলবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় বলে জানান পানাগড় বনাঞ্চলের রেঞ্জার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ভারতীয় প্রজাতির কচ্ছপ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতাভুক্ত। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ দুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে এবং আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তাদের উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। এই চক্রের পিছনে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তদন্ত শুরু হয়েছে।

উদ্ধার করা কচ্ছপ-সহ পুলিশকর্তা।

বহুদিন হয়নি সংস্কার, অবহেলায় ঐতিহ্যের সূর্যমন্দির

ওন্দা

প্রতিবেদন : লালমাটির সরু রাস্তা আর ধানখেতের আল পেরিয়ে চোখে পড়ে হাজার বছরেরও প্রাচীন সুদৃশ্য এক মন্দির। এটি সোনাতপলের সূর্য মন্দির বলে পরিচিত। বাঁকুড়ার মন্দির স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাজ্য সরকারের সংরক্ষণের তালিকায় থাকার পরেও সেই ঐতিহাসিক সৌধের চেহারা ভগ্নপ্রায়। সংস্কার হয়নি দীর্ঘদিন। বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের সানতোড় পঞ্চায়েতের সোনাতপল গ্রামে রয়েছে এই মন্দির। শহর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে দ্বারকেশ্বর নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এই মন্দির বাংলার অন্যতম ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি। যদিও মন্দিরের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এটি সূর্য মন্দির নাকি জৈন অথবা বৌদ্ধ স্থাপত্য, তা নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। মন্দিরটি দেউল স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত। লম্বা বক্ররেখার মতো স্থাপত্যের উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। চারদিকে চতুর্ভুজাকার বেষ্টনী ও সরু পুরনো ইটের গাঁথনি। প্রবেশদ্বারের উপর কারুকার্যময় চৈত্য-জানালা এবং মন্দিরগাত্রে রয়েছে সূক্ষ্ম ভাস্কর্য। বিশাল অর্ধ গোলাকার চূড়াটি দেখার মতো। মাঝেমধ্যে

মন্দিরের ভিতর থেকে শোনা যায় ঘন্টাধ্বনি। তবে নাম সূর্য মন্দির হলেও মন্দিরের গর্ভগৃহে কোনও সূর্য মূর্তি নেই। বহু বছর ধরে ছোট একটি শিবলিঙ্গের প্রতিদিন নিয়ম করে পুজো করেন স্থানীয় এক পুরোহিত। শোনা যায়, অতীতে মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে সূর্যদেবের একটি মূর্তি উদ্ধার হয়। সেই কারণেই অনেকেই একে সূর্য মন্দির বলে থাকেন। তা ছাড়া মন্দিরটি পূর্বমুখী এবং আশপাশে একটা সময়ে সূর্য উপাসক ব্রাহ্মণদের বসবাস থাকায় এই ধারণা জোরালো হয়। এও শোনা যায়, পাল যুগের রাজা শালিবাহন এই মন্দির তৈরি করেছিলেন। তখন সোনাতপলের প্রাচীন নাম ছিল হামিরডাঙা। মন্দিরের আশপাশে এখনও কিছু সেই সব প্রাচীন ঢিবি রয়েছে। স্থানীয়দের অনুমান, ওগুলি রাজার গড়েরই ধ্বংসাবশেষ। বাঁকুড়ার বাসিন্দা ও ক্ষেত্র সমীক্ষক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, পোড়া ইট ও টেরাকোটা টাইলসের এই প্রাচীন রেখ দেউল জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি পুরাকীর্তি। এই সূর্য মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের সম্পর্ক। বর্তমানে মন্দিরটি রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় দফতরের অধীন। চারদিক আগাছা আর জঙ্গলে ভরে উঠেছে। মন্দিরের গা ফুঁড়ে উঠেছে গাছপালা। মন্দির পর্যন্ত পৌঁছতে পেরোতে হয় সরু, কাঁচা রাস্তা আর চাষের জমির আলপথ। মন্দিরের স্থাপত্যের টানে বছরভর প্রচুর মানুষ এলেও রাস্তা, বিশ্রামাগার, পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। অথচ সোনাতপল সূর্য মন্দির ওন্দার প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর সঠিক সংরক্ষণ না করলে আগামী প্রজন্ম এই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে না।

১০
৩ জুন ২০২৬
বুধবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

3 June, 2026 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

পুণেতে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু শ্রমিকের, শোকে স্তব্ধ মানিকচক

সংবাদদাতা, মালদহ : ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ফের মৃত্যু হল মালদহের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মানিকচক ব্লকের চৌকি মিরদাদপুর অঞ্চলের সবরাতিটোলা গ্রামে। মৃত শ্রমিকের নাম শেখ ইমাজ (৪৯)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় কুড়ি দিন আগে জীবিকার সন্ধানে তিনি মহারাষ্ট্রের পুনেতে একটি টাওয়ার নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে যোগ দিতে যান। রবিবার কাজে যোগদানের উদ্দেশে বের হওয়ার সময় আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সহকর্মীরা দ্রুত

শেখ ইমাজের শোকার্ত পরিবার

তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করান। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হয়নি। সোমবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। প্রতিবেশীরাও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য ছিলেন ইমাজ। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারটি চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, মৃতের পরিবারকে দ্রুত সরকারি সহায়তা ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হোক। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জীবিকার তাগিদে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া বহু শ্রমিকের পরিবারের কাছে এই ঘটনা নতুন করে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঝালদায় বড় বাইক চুরিচক্র ধরা পড়ল, উদ্ধার ৯টি গাড়ি

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুরুলিয়ার ঝালদায় মোটরসাইকেল চুরিচক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। একটি মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে মোট নয়টি চোরাই দু'চাকার গাড়ি উদ্ধার করেছে ঝালদা থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ২৭ মে ভৈরবডিহ গ্রামের অমিত কুমার ঝালদা থানায় লিখিত অভিযোগ করে জানান, সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ তাঁর বাবার মোটরসাইকেলটি নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ঝালদা রেলস্টেশনের কাছে আনন্দ মেডিক্যাল সেন্টারের সামনে সেটি রেখে একটি মেডিক্যাল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেন। দুপুর ১২টা নাগাদ ফিরে এসে দেখেন মোটরসাইকেলটি চুরি হয়ে গেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঝালদা থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। তদন্তের সময় শেখ আসিফ রাজাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশি জেরায় তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রথমে দুটি চুরি হওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এরপর তদন্তে আরও দুই অভিযুক্ত কুদ্দুর কুমার ও শেখ ইমরোজকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে ১ জুন সন্ধ্যা থেকে রাতভর বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে আরও পাঁচটি মোটরসাইকেল, একটি স্কুটি এবং একটি মোপেড উদ্ধার করা হয়। সব মিলিয়ে এই মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট ৯টি চোরাই দু'চাকা যান উদ্ধার করেছে পুলিশ, যার মধ্যে রয়েছে একটি স্কুটি ও একটি মোপেড।

চুরিচক্রের ধৃতেরা পুলিশের হেফাজতে।

সাঁইথিয়ায় বধূর রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : সাঁইথিয়ার কালু রায়পুর গ্রামের গৃহবধূ সুলেখা বাগদির রহস্যমৃত্যু নিয়ে উত্তাল এলাকা। তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। খুনের অভিযোগ চেয়ে সরব হয়েছেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের পারিবারিক অশান্তির জেরে সুলেখাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর পাঁচেক আগে লাভপুর থানার বামনা গ্রামের সুজন বাগদির সঙ্গে সুলেখার বিয়ে হয়। চার বছরের একটি কন্যাসন্তানও রয়েছে। মৃত্যুর সময় সুলেখা তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বলেও পরিবারের দাবি। তাঁদের কথায়, বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে অশান্তি লেগে ছিল। সুলেখার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত শ্বশুরবাড়ির লোকজন। গত শনিবার রাতে অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের খোঁজ নিতে সুলেখার মা-বাবা বামনায় তাঁর শ্বশুরবাড়ি যান। রবিবার সকালে সুলেখাকে বিছানায় নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। পরিবারের দাবি, মেয়ের গলায় কালশিটে দাগ ছিল, যা দেখে তাঁদের খুনের সন্দেহ হয়। সাঁইথিয়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকে স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও পুলিশের ভূমিকার প্রতিবাদে সোমবার এলাকাবাসী প্রায় তিন ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করে রাখেন।

বহরমপুর শহরে রাস্তা খুঁড়তে গিয়ে মিলল প্রাচীন কামান

সংবাদদাতা, বহরমপুর : বহরমপুর শহরে প্রাচীন কামান উদ্ধার। ব্রিটিশ আমলের ওই কামানটি উদ্ধার করে রাখা হয়েছে বহরমপুর খাগড়া টাউন আউটপোস্টে। সোমবার রাতে বহরমপুরের সতীমার গলিতে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য মাটি খোঁড়ার সময় বিশাল আকারের ওই কামানটি দেখতে পান শ্রমিকেরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও প্রশাসনকে। এরপর পুলিশের পক্ষ থেকে কামানটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। অনুমান করা হচ্ছে, ব্রিটিশ আমলের কামান হতে পারে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বহরমপুরে বিশাল সেনানিবাস গড়ে তুলেছিল। ১৮৫৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরের ব্যারাক স্কোয়ার থেকে ১৯ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি নতুন কার্তুজ ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যা পরবর্তীতে মহাবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। সেই সময়কার কামান বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে তার চেয়েও

বহরমপুরে উদ্ধার হওয়া কামান।

পুরনো হতে পারে ওই কামানটি। ওই কামানটি নবাবদের আমলেও হতে পারে বলে অনুমান অনেকের। বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে বহরমপুর থানার পুলিশ কামানটির প্রকৃত বয়স জানার চেষ্টা করছে।

মানসিক ভারসাম্যহীনকে বাড়ি ফেরাল পুলিশ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল সাঁকরাইল থানার পুলিশ। ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের রগড়া বাজার এলাকা থেকে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে মানবিকতার নজির গড়ল সাঁকরাইল থানার পুলিশ। শনিবার ভোরবেলায় ওই ব্যক্তিকে বাজার এলাকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে সাঁকরাইল থানার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

থানায় নিয়ে গিয়ে তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা করেন পুলিশকর্মীরা। জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, ওই ব্যক্তির নাম কানাই সরেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানা এলাকার বড়াই গ্রামের বাসিন্দা। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ জানতে পারে, কানাই মানসিক ভারসাম্যহীন এবং বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন।

এরপর সাঁকরাইল থানার পক্ষ থেকে পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন থানায় এসে কানাইকে শনাক্ত করেন। সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাঁকে পরিবারের হাতে

কানাই সরেনকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিবারের হাতে

তুলে দেয় পুলিশ। কানাই সরেনের ছেলে শম্ভু জানান, বেশ কিছুদিন ধরে বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরও কোনও সন্ধান মেলেনি। সাঁকরাইল থানার পক্ষ থেকে খবর পেয়ে তাঁরা অত্যন্ত স্বস্তি পেলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে সাঁকরাইল থানার পুলিশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারাও। এমন উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে পুলিশের প্রতি আস্থা আরও বাড়াবে বলেই মনে করছেন অনেকে।

তৃণমূলের চিঠি নেবে না বিধানসভা!

(প্রথম পাতার পর)

কালকের পর অধ্যক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন, কোনও চিঠি রিসিভ করা যাবে না। উনি অনুমতি না দিলে চিঠি নেওয়া যাবে না। অধ্যক্ষ নেই। তা হলে কি চিঠি জমা করতে পারব না? তাঁর কথায়, অফিস চিঠি জমা নেয়, লিখে দেয় 'কন্টেন্ট নট ভেরিফায়েড'। কিন্তু উনি চিঠি রিসিভ করলেন না। বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে ফোন করলেন। তিনিও নির্দেশ দিলেন চিঠি রিসিভ না করতে। এমনকী জানালেন তিনি ফোনেও কথা বলবেন না। তাই চিঠিটি সচিবের টেবিলে পেপার ওয়েট চাপিয়ে যত্ন করে রেখে আসা হয়েছে। তাতে অবশ্য কোনও আপত্তি করা হয়নি। তারপর গোটা দৃশ্যটি ভিডিও করে বেরিয়ে এলাম। এটা অধ্যক্ষকে লেখা চিঠি।

তৃণমূল বিধায়ক আরও বলেন, সোমবার চিঠি রিসিভ করার পর তাঁর উপর নতুন নির্দেশনামা জারি হয়েছে। সচিবের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। সচিব আর চিঠি নিতে পারবেন না। তাঁর অন্য দফতরে বদলি হয়ে গিয়েছে। সচিব হিসেবে আর বসতে পারবেন না। কাল চিঠি রিসিভ করার পর হয়েছে, নাকি আগে থেকে হয়েছিল বলতে পারব না। উনি বলছেন কাল থেকে আমি আর সচিব নেই। আগের দিন দেখা করতে গিয়েছিলাম অধ্যক্ষের সঙ্গে, দেখা করেননি। আচ্ছা এসব কী হচ্ছে? দেখা করবেন না, চিঠি জমা নেবেন না! আমরা হাসিম আবদুল হালিম, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়দের দেখে এসেছি। স্পিকার তাঁর সচিবালয়কে বলছেন চিঠি রিসিভ করবেন না! অর্থাৎ কোথাও এমন কোনও পদক্ষেপ তাঁরা করছেন, যাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদের রেকর্ড তাঁরা রাখতে চান না। চিঠি আমার হাতে রয়েছে সেটা দলের অনুমতি ছাড়া দেখাচ্ছি না। দল অনুমতি দিলে যে ভিডিওটি আমরা করেছি, তা মিডিয়াকে দিয়ে দেব।

কর্মসূচি হলে আদালতে যাব

(প্রথম পাতার পর)

ধরনা-কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এটা কি সম্ভব? তাহলে আগে বলল না কেন? এটা তো বিরোধী স্বরকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু আমরা মাথানত করব না। আমাদের লড়াই চলবে। পরে মঙ্গলবার ওয়াই চ্যানেলে তৃণমূলের ধরনার অনুমতি মেলে। দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হয়। মঙ্গলবার দুপুর ২টো নাগাদ নেত্রী কালীঘাটের বাড়ি থেকে বের হন। মহাত্মা গান্ধী ও বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন মদন মিত্র, কুণাল ঘোষ, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, অসীমা পাত্র প্রমুখ। সেখান থেকে সোজা চলে যান ওয়াই চ্যানেলে ধরনামঞ্চে। একে একে আসতে শুরু করেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, অশোক দেবেরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিতর্কিত সুরকার বাদশার চণ্ডীগড়ের পানশালা সিল করে দিল পুলিশ। মাসখানেক আগেই 'টাটিরি' গানের কথা এবং দৃশ্যায়ন নিয়ে আইনি জটিলতায় পড়েছিলেন। যার জেরে দিল্লিতে জাতীয় মহিলা কমিশনের দফতরে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হয় খ্যাতনামা র‍্যাপারকে

দিল্লি দরবার

3 June 2026 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
৩ জুন ২০২৬
বুধবার

বিজেপির উত্তরাখণ্ডে নারী ক্ষমতায়ণের নমুনা

১০ মাস শৌচাগারে আটকে গৃহবধূর উপর নির্যাতন স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ির

দেরাদুন : গার্হস্থ্য হিংসা এবং গৃহবধূ নির্যাতন কতটা ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে তা দেখিয়ে দিল বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ড। দেরাদুনে এক গৃহবধূকে কখনও বাথরুমে, কখনও ঘরে প্রায় ১০ মাস ধরে শৌচাগারে আটকে রেখে দৈহিক এবং মানসিক নির্যাতন চালাল স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। মাথার চুল উপড়ে গোপনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় রড। সঙ্গে চলত প্রাণনাশের হুমকি। টানা ১০ মাস বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগও করতে দেওয়া হয়নি নির্যাতিতাকে। এই ঘটনায় স্তম্ভিত সভ্যসমাজ। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, সব জেনেও নির্যাতিতা বধূকে উদ্ধার করতে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি পুলিশ। গ্রেফতার করা তো দূরের কথা। যে বিজেপি নারী ক্ষমতায়ণের নামে 'বেটি বাঁচাও' ফাঁকা বুলি আওড়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে ব্যস্ত থাকে, সেই বিজেপি শাসিত রাজ্যেই গৃহবধূর উপরে এমন মধ্যযুগীয় বর্বরতা। প্রশ্ন উঠেছে, প্রশাসন থেকে প্রতিবেশী, এলাকার মানুষ, কিংবা শাসকদলের কর্মী-সমর্থকরা কেউই এগিয়ে এলেন না বন্দি-বধূকে উদ্ধার করতে? নাকি শাসকদলের মদতেই পুলিশ আড়াল করছে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের? পরে জনরোষের চাপে পড়ে স্বামী রাহুল খাণ্ডুরি এবং শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে শুধু একটা মামলা দায়ের করে আইওয়াশ করেছে পুলিশ।

প্রতীকী চিত্র

গৃহবধূ নির্যাতনের এর থেকে নিকৃষ্ট উদাহরণ আর কী হতে পারে! ১০ মাস বন্দি করে রেখে তাঁকে দিনের পর দিন খাইয়ে রাখা হয়েছিল শুধুমাত্র কাঁচা চাল, পেঁয়াজ এবং কাঁচালঙ্কা। তাও পেট ভরে খাবারও জুটত না। খেতে চাইলে গিলতে বাধ্য করা হত কাঁচা চাল। কিন্তু শিউরে ওঠার মতো ঘটনা হল, গোপনাঙ্গে আঘাত করা হত বোতল, লাঠি এবং লোহার রড দিয়ে। নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে নিয়মিত মারধর করা হত নর্দমার পাইপ, লোহার রড, চেয়ার এবং মেঝে পরিষ্কার করার সরঞ্জাম দিয়ে। মাথার চুল এমনভাবে টেনে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে যে মাথার একটা বড় অংশে প্রায় টাক পড়ে গেছে।

নির্যাতিতার বাবা জানিয়েছেন, প্রায় দু'বছর আগে রাহুলের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর মেয়ের। গত ফেব্রুয়ারিতে যমজ সন্তানও হয়। তার আগে গত জুলাই থেকে চরমে ওঠে অত্যাচার।

৪ শাবকের মা জিনাত

■ মনে পড়ে জিনাতকে? ওড়িশার সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে ঘরছাড়া হয়ে ঝাড়খণ্ড পার হয়ে বাংলায় আতিথেয়তা নিয়েছিল বেশ কয়েকদিন। রীতিমতো হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। তার গতিবিধি আন্দাজ করতে গিয়ে বারবারই বিভ্রান্ত হচ্ছিলেন বাংলার বনকর্মীরা। শেষ পর্যন্ত ২০২৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর বাঁকুড়ায় জিনাতকে বন্দি করেছিলেন তাঁরা। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি সিমলিপালে নতুন জীবন শুরু হয়েছিল এই বাঘিনির। এবার চার চারটি ফুটফুটে শাবকের মা হল জিনাত। লক্ষণীয়, সিমলিপালের বাঘগুলি জিনগত কারণে হয়ে যাচ্ছিল কালচে রঙের। সেই কারণেই সৌন্দর্য ফেরাতে মহারাষ্ট্র থেকে জিনাতকে আনা হয়েছিল সিমলিপালে। ২৮ মে সকাল সাড়ে ১০ নাগাদ ক্যামেরা ট্রাপে ধরা পড়া জিনাতের শাবকগুলো মায়ের মতোই হলুদ ডোরাকাটা।

মৃত বাবা-মায়ের চাকরি পেতে পারেন বিবাহিতা কন্যারাও

নয়াদিল্লি : শুধুমাত্র অবিবাহিত মেয়েরাই নয়, বাবা-মায়ের মৃত্যুর পরে সহানুভূতির ভিত্তিতে চাকরি পেতে পারেন বিবাহিতা মেয়েরাও। স্পষ্ট জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এব্যাপারে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় পুরোপুরি খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। লক্ষণীয়, বম্বে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট এর আগে রায় দিয়েছিল, যোগ্য মেয়েকে সমাজকল্যাণমূলক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। এক্ষেত্রে বৈবাহিক অবস্থা কোনও ভিত্তি হতে পারে না। এই দুই হাইকোর্টের রায়ের সঙ্গে পূর্ণ সহমত পোষণ করেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পি এস নরসীমা এবং বিচারপতি অলোক আরাধের ডিভিশন বেঞ্চ। লক্ষণীয়, ২০১৯ সালে সরকারের জারি করা একটি নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এক মহিলা দ্বারস্থ হয়েছিলেন আদালতের।

নিট : ধৃত অধ্যাপকের বাড়িতে বুলডোজার

পুণে : নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেঙ্কারিতে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত ধৃত পুণের রসায়নের অধ্যাপক পিভি কুলকার্নির আর এক কুকীর্তি। বেআইনি বাড়ি তৈরির অভিযোগ উঠল তাঁর বিরুদ্ধে। প্রশাসন বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দিল বাড়ির বেআইনি অংশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মহারাষ্ট্রের বীড় জেলায় ওই অধ্যাপকের বাড়ির একটা অংশ অনুমতি ছাড়াই গড়ে তোলা হয়ছিল। বারবার নোটিশ পাঠিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এরপরেই মঙ্গলবার তাঁর বাড়িতে বুলডোজার নিয়ে হাজির হন পুরসভার আধিকারিকরা। সঙ্গে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় বাড়ির বেআইনি অংশ। লক্ষণীয়, গত ১৫ মে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হন নিট কেলেঙ্কারির অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত কুলকার্নি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বাড়িতে নিটের গোপন কোচিং চালাচ্ছিলেন তিনি। লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিময়ে প্রশ্নপত্র বিক্রি করছিলেন কুলকার্নি।

ধর্মগুরু সেজে প্রতারণা, মথুরায় গ্রেফতার আইআইটি স্নাতক

মথুরা : চাকরি-বাকরি চুলোয় গেল, মথুরায় আত্মিক ধর্মগুরু সেজে বসেছিল আইআইটি স্নাতক। একের পর এক মহিলাকে ফাঁসিয়ে, তাঁদের উপর যৌন নির্যাতন চালিয়ে সেই কুকীর্তির ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেল করাটাই পেশা হিসেবে নিয়েছিল ওড়িশার অভিষেক মিশ্র। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ধরা পড়ে গেল পুলিশের হাতে। ছত্তিশগড়ের এক প্রতারিত মহিলাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল পুলিশের কাছে। তদন্তে নেমে তো চক্ষু চড়কগাছ তদন্তকারীদের। জানা যায়, আইআইটি রুরকি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সে এই প্রতারণা ব্যবসায় নামে। মথুরায় রাধাকুঞ্জে গত চার বছর ধরে ডেরা বেঁধেছিল সে। নিজেকে প্রচার করেছিল কথাবাচক হিসেবে। রাধাকৃপা অমৃতা নামে হিন্দি এবং ইংরেজিতে ইউটিউব চ্যানেলও খুলেছিল সে। শুধু মহিলাদের ভোগ করা নয়, তাঁদের প্রতারিত করে প্রচুর টাকাও কামাচ্ছিল এই ভণ্ড প্রতারক। তার কৌশল ছিল, যে কোনওভাবে মহিলাদের ভুল বুঝিয়ে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করা। তার পরে সুযোগ বুঝে গান্ধর্বমতে তাঁদের বিয়ে করা। এবং ফাঁদে ফেলে মোটা অঙ্কের টাকা হাতানো। ছেলের এসব কুকীর্তি দেখে তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তার মাও। প্রসাদের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে মহিলাদের বেহুঁশ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করত এই কীর্তিমান। তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও দায়ের করেছে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিষেকের মথুরার বাড়িতে ২৪ জন তরুণ-তরুণী লিভইন করত।

ভিসার মেয়াদ শেষের আগেই অনুমতি নিতে হবে সময়সীমা বৃদ্ধির

নয়াদিল্লি : নেপথ্যে আসল উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন অভিবাসন বিধিতে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আনল কেন্দ্র। এবার থেকে ১৮০ দিন বা তার কম মেয়াদের ভিসায় ভারতে আসা কোনও বিদেশি নাগরিক যদি ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও ভারতে আরও কিছুদিন থেকে যেতে চান, তবে তাঁকে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে মেয়াদ শেষের আগেই। এতদিন নিয়ম ছিল মেয়াদ শেষের ১৪ দিনের মধ্যে করাতে হবে রেজিস্ট্রেশন। কিন্তু বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্র জানিয়ে দিল নিয়ম বদলের কথা। কেন এই বদল? সুস্পষ্ট করে কিছু বলা না হলেও মনে করা হচ্ছে, অবৈধ অভিবাসী এবং অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকাতেই এই সিদ্ধান্ত। তবে সেইসঙ্গে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, চাইলেই বাড়ানো হবে না ভিসার মেয়াদ। কেবলমাত্র জরুরি এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই বিবেচনা করা হবে এই আবেদন।

অভিবাসন নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বদল

তবে সংশোধিত নিয়মে স্বস্তির অবকাশও রয়েছে। বাবা-মায়ের মধ্যে কোনও একজন যদি বিদেশি নাগরিক হন কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলবে তাঁদের। চলতি নিয়ম অনুযায়ী, ভারতে কোনও শিশুর জন্ম হলে ৩০ দিনের মধ্যে অনলাইনে বা মোবাইল অ্যাপে তা জানাতে হত রেজিস্ট্রেশন অফিসারকে। অন্যথায় সেই শিশুর নতুন ভিসা বা ভারত ছাড়ার অনুমতি মিলত না। কিন্তু নতুন নিয়ম বলছে, শিশুর বাবা-মায়ের মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিক হলে এবং তাঁরা শিশুর ভারতীয় নাগরিকত্ব বজায় রাখতে চাইলে, ৩০ দিনের মধ্যে সেই তথ্য জানানো জরুরি নয়। তবে সেই শিশু ভারতে থাকার সময়ই যদি অন্য কোনও দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে যায় তা হলে কিন্তু তার বাবা-মাকে ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই জানাতে হবে রেজিস্ট্রেশন অফিসারকে।

সারা রাত ধরে ইউক্রেনে হামলা রাশিয়ার বিমান বাহিনীর। কিয়েভ, নিপ্রো, খারকিভ-সহ ইউক্রেনের প্রধান শহরগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন হামলা চালানো হয় বলে দাবি ইউক্রেনের। রুশ বাহিনীর আক্রমণে এখনও পর্যন্ত ইউক্রেনে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে

প্রশ্নফাঁস বিতর্কে বিপাকে এনটিএ
পোর্টালের নিরাপত্তা নিয়ে অভিযোগ

নয়াদিল্লি: ২০২৬ সালের নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস এবং তার জেরে পরীক্ষা বাতিল ও পুনর্নির্বাচনের ঘোষণার ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই নতুন করে বড়সড় বিপাকের মুখে পড়তে চলেছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। এবার খোদ এনটিএর পুনর্নির্বাচন সংক্রান্ত পোর্টালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর গলদের অভিযোগ উঠল। বলা হচ্ছে, এই পোর্টালে এমন কিছু ত্রুটি রয়েছে যার ফলে অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রশাসনিক এবং ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ এক সাইবার নিরাপত্তা গবেষক এই চাঞ্চল্যকর দাবিটি করেছেন।

ভারতের মতো দেশে যেখানে এত বড় মাপের জাতীয় স্তরের পরীক্ষাগুলি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেখানে এই অভিযোগ ডিজিটাল পরিকাঠামোর নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বিশেষ করে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের (সিবিএসই) দ্বাদশ শ্রেণির মার্কিং পোর্টালেও সম্প্রতি একই ধরনের বড়সড় নিরাপত্তা ত্রুটি ধরা পড়ার পর এই নতুন অভিযোগ উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। যদিও এই দাবির সত্যতা এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি, তবুও তথ্যের সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাবিদ এবং সাইবার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এটি নিয়ে তীব্র আলোচনা শুরু হয়েছে। দাবি অনুযায়ী, এই নিরাপত্তা ত্রুটির কারণে হাজার হাজার পর্যবেক্ষক, কেন্দ্র সমন্বয়কারী (সেন্টার কোঅর্ডিনেটর) এবং পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির নাম, ইমেল আইডি ও ফোন নম্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ্যে চলে এসে থাকতে পারে।

এখানেই শেষ নয়, সাইবার নিরাপত্তা গবেষকের দাবি—সমস্যাটি কেবল তথ্যফাঁসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পোর্টালে প্রশাসনিক ড্যাশবোর্ডের অননুমোদিত অ্যাক্সেস বা বেআইনি প্রবেশাধিকারের সুযোগ ছিল। এর ফলে যেকোনও তথ্য এক্সপোর্ট করা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বা

নিয়োগপত্র তৈরি করা, পর্যবেক্ষকদের রেকর্ড পরিচালনা করা, বিভিন্ন টেমপ্লেট আপলোড করা এবং প্রশাসনিক ম্যাপিং নিয়ন্ত্রণ করার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোও অনায়াসে করে ফেলা সম্ভব হতে পারত। ইন্টারনেটে এই অভিযোগগুলি নিয়ে শোরগোল শুরু হতেই অনেক ব্যবহারকারী জানান যে, সংশ্লিষ্ট পোর্টালের লিঙ্কটিতে ক্লিক করলে এখন '৪০৪ নট ফাউন্ড' এরর মেসেজ দেখাচ্ছে। এর ফলে পুরো প্ল্যাটফর্মটির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। এই পুরো বিষয়ে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। জাতীয় স্তরের পরীক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এনটিএ যখন ইতিমধ্যেই তীব্র নজরদারি এবং সমালোচনার মুখে, ঠিক তখনই এই নতুন অভিযোগ সামনে এল। পুনর্নির্বাচন পোর্টাল সংক্রান্ত এই দাবিটি যাচাই না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা না গেলেও, এই ঘটনাটি সংবেদনশীল শিক্ষামূলক তথ্য রক্ষায় শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে আবারও প্রমাণ করল। এখন সংস্থার আনুষ্ঠানিক জবাবের অপেক্ষা করা হচ্ছে এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার পরেই পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হবে। এদিকে, সিবিএসইর অন-স্ক্রিন মার্কিং (ওএসএম) বিতর্ক এবার সংসদীয় কমিটির নজরদারির আওতায় আসতে চলেছে। খাতার মূল্যায়নে অসঙ্গতি এবং প্রযুক্তিগত ত্রুটি নিয়ে পড়ুয়াদের ক্ষোভ খতিয়ে দেখতে শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছে। প্রথমদিকে বোর্ড দাবি করেছিল যে বিষয়টি কেবল একটি ভুল ইউআরএল এবং টেস্টিং পোর্টালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে সম্প্রতি দ্বাদশ শ্রেণির উত্তরপত্র মূল্যায়নে ব্যবহৃত ওএসএম প্ল্যাটফর্মে ত্রুটির কথা বোর্ড মেনে নেওয়ার পরেই সংসদীয় স্তরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রী, সাইবার বিশেষজ্ঞ এবং আইনপ্রণেতাদের যৌথ চাপের মুখে একদিকে যখন সিবিএসই কোণঠাসা, ঠিক তখনই তারা দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য পুনর্মূল্যায়নের (রেজাল্ট রি-ইভালুয়েশন) উইন্ডো খুলে দিয়েছে। আগামী ৬ জুন পর্যন্ত এই ভেরিফিকেশন ও পুনর্মূল্যায়নের আবেদন গ্রহণ করা হবে।

আমি না থাকলে বাঁচাত কে? নেতানিয়াহুকে ধমক ট্রাম্পের
লেবানন সংঘাতে ইরান শান্তি আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায় ক্ষোভ

ওয়াশিংটন : আমেরিকার বারণ অগ্রাহ্য করে লেবাননে ইজরায়েলের লাগাতার সামরিক অভিযান এবং এর জেরে ইরানের সঙ্গে আমেরিকার চলমান শান্তি আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কায় এবার ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ওপর ব্যাপক চটেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক উত্তপ্ত ফোনালাপে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প নজিরবিহীনভাবে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে গালিগালাজ করেন। এমনকী তাঁকে চরম অকৃতজ্ঞ বলেও অভিযুক্ত করেন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'অ্যাক্সিওস'-এর একটি এক্সক্লুসিভ প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্যটি সামনে আনা হয়েছে। এটি মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ট্রাম্পের শান্তি প্রক্রিয়ার নেপথ্যে থাকা তীব্র মার্কিন-ইজরায়েল গোপন সংঘাতকে সরাসরি প্রকাশ্যে এনেছে। মার্কিন কর্মকর্তাদের সূত্র উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ফোনালাপের সময় ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে সরাসরি বলেন, আপনি পুরো উন্মাদ হয়ে গেছেন! আমি না থাকলে আজ আপনি জেলে থাকতেন। আমি আপনার পিঠ বাঁচাচ্ছি, অথচ এখন আপনার পদক্ষেপের কারণেই সবাই ইজরায়েলকে ঘৃণা করছে। এই বাদানুবাদের কারণ হল লেবাননের রাজধানী বেইরুটে বড়সড় বিমান হামলা চালানোর ইজরায়েলি পরিকল্পনা, যা ট্রাম্পের ধমক খেয়ে আপাতত স্থগিত হয়েছে। ট্রাম্পের মতে, বেইরুটে বোমাবর্ষণের হুমকি ইজরায়েলকে বিশ্বজুড়ে আরও একঘরে করে তুলছে। এর ফলে ইরানের সঙ্গে শান্তিচুক্তিও ব্যাহত হচ্ছে।

সিবিএসই বিতর্ক

অপসারিত চেয়ারম্যান এবং সচিব

নয়াদিল্লি : কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের (সিবিএসই) অন-স্ক্রিন মার্কিং (ওএসএম) ব্যবস্থার পরিষেবা ক্রয়ের প্রক্রিয়া এবং দ্বাদশ শ্রেণির উত্তরপত্র মূল্যায়নের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে অনিয়মের অভিযোগে সিবিএসই চেয়ারম্যান রাহুল সিং ও সচিব হিমাংশু গুপ্তকে বদলি করা হয়েছে। মঙ্গলবার জানানো হয়েছে, এই প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের চুক্তি ও তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে ক্রমবর্ধমান তদন্তের মধ্যেই শীর্ষস্তরের এই দুই প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বোর্ড থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে তাঁদের নতুন পোস্টিংয়ের বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়।

লড়াইয়ের ময়দানে

(প্রথম পাতার পর)

দ্রুত নেমে পড়লেন নেত্রী। এগিয়ে গেলেন ময়দানের বিশাল বি আর আম্বেদকর মূর্তির সামনে। মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন। বাকিরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। এর পর সংবিধান হাতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, সংবিধানের স্রষ্টা ও সংবিধানকে সম্মান জানিয়ে আমি কর্মসূচিতে যাচ্ছি। এর পর গাড়ি ঘুরিয়ে সেখান থেকে সটান চলে গেলেন মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে। মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন সকলে। এর পর সরাসরি ওয়াই চ্যানেল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি যখন ওয়াই চ্যানেলে ঢুকছে তখন সমুদ্রগর্জনে স্লোগান উঠল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। ভিড়ের চাপে গাড়ি থেকে নামতে পারছিলেন না। শেষে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে তিনি নেমে কর্মসূচিতে যোগ দেন। বক্তব্য রাখেন। গোটা চত্বরে তখন তিলধারণের জায়গা নেই। ডানদিক-বাঁদিকে তখন তৃণমূলের পুরনো মুখেদের ভিড়। ডেরেক ও'ব্রায়েন, সামিরুল ইসলাম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রুকবানুর রহমান। দেখা মিলল প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের। এসেছিলেন জয়প্রকাশ মজুমদার, বেহালার পুরনো নেতা অঞ্জন দাস-সহ অনেকেই। এদিন মুহুর্মুহু তাঁরা স্লোগান তুলছিলেন। চোখে পড়ার মতো ছিল যুবক-যুবতীদের ভিড়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেত্রী বলে দিলেন, বিজেপিকে সরাবই। আবার লড়াই শুরু হল বাংলার চিরচেনা লড়াকু নেত্রীর। সাক্ষী থাকল সেই ধর্মতলা, যেখানে কতশত আন্দোলন-প্রতিবাদ-অনশন করেছেন। আর সাক্ষী থাকল বাংলা তথা গোটা দেশ। গায়ের জোরে নির্বাচন জেতা যায় কিন্তু মানুষের মন জেতা যায় কি! এদিন প্রবল গরমে অবস্থানস্থলেই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন বিধায়ক কুণাল ঘোষ। মাথা ঘুরে যায় তাঁর। তৎক্ষণাৎ শুশ্রূষা শুরু করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। হাওয়া করতে দেখা যায় তাঁকে। পরে কুণালকে চিকিৎসার জন্য গাড়িতে করে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বাড়িতে কুণালকে দেখতে যান নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

লড়াকু নেত্রী হিসেবেই রাজ্য-রাজনীতিতে তাঁর উঠে আসা। প্রচণ্ড লড়াই-হার না মানার তীব্র জেদ-চোখে চোখ রেখে লড়াই-অমানুষিক পরিশ্রম তাঁকে করে তুলেছিল বাংলার অগ্নিকন্যা। সেই আগুন বুকে নিয়েই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বাংলার বুক থেকে সিপিএম তথা বামফ্রন্টকে সরাতে। বাকিটা ইতিহাস। মঙ্গলবার থেকে ফের এক নয়া ইতিহাসের সূচনায় পথে প্রতিবাদে নামলেন সেই লড়াকু নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল ভাঙার ছক

(প্রথম পাতার পর)

এদিন ধরনার অনুমতি না-পাওয়া প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মাইকের অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। হ্যান্ড মাইক নিয়ে বলতে হচ্ছে। বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিতে কি আমাকে আটকাতে পেরেছে না জানতে পেরেছে? সংবিধান নিয়ে গিয়েছিলাম। মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মালা দিয়ে শপথ নিলাম— এই অত্যাচারের মোকাবিলা করবই। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত লড়াই চলবে। তাঁর স্পষ্ট কথা, মানুষের জীবন-জীবিকা বাঁচানোর জন্যই এই ধরনা। সেখানেও বাধা দেওয়া হচ্ছে। এরপরই পুলিশের উদ্দেশে তিনি বলেন, যাঁরা আসছেন, তাঁদের ঢুকতে দিন। বাধা দিলে লালবাজার ঘেরাও হবে। নবান্ন ঘেরাও হবে। সব থানা ঘেরাও হবে।

নেত্রী বলেন, রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে আমাদের কর্মসূচি করতে দিল না। আমিও দেখতে চাই, ভবিষ্যতে রানি রাসমণিতে কোনও কর্মসূচি হচ্ছে কি না। যদি রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে কোনও কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয় কোনও রাজনৈতিক দলকে, তখন কোর্টে যাব। কোর্টে গিয়ে বলব, আমাদের ওখানে কর্মসূচি করতে দেওয়া হয়নি। এখন কেন অনুমতি?

তবে তিনি বলেন, আমি পুলিশকে দোষ দিচ্ছি না। ওদের কোনও ভুল নেই। আমিও প্রশাসনে ছিলাম। ওরা চেয়ারের কথা শোনে। চেয়ার যা বলে তা করে। তাঁর আরও অভিযোগ, আমাদের বিধায়কদের বাড়ি থেকে বার হতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশ গিয়ে তৃণমূল ছাড়ার কথা বলছে। নতুন তৃণমূল তৈরি করতে বলছে। কিন্তু কারা এই নতুন তৃণমূল তৈরি করবে? যাঁরা প্রথম থেকে দলের সঙ্গে আছেন তাঁরা, নাকি যাঁরা দলের প্রতীকে জিতেছেন তাঁরা? পশ্চিমবঙ্গে নতুন এই 'বুলডোজার' রাজনীতির আমদানি হয়েছে। নাগাড়ে হকার উচ্ছেদ করছে। নেত্রীর সাফ কথা, যাদের দোকান-ঘর ভেঙেছে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নেত্রীর সংযোজন, ইডি-সিবিআইকে দিয়ে 'ভয়' দেখিয়ে বিজেপি-কে সমর্থন করার কথা বলা হচ্ছে। গণতন্ত্রের উপর বুলডোজার চালাবেন না। এর পরিণতি ভয়ঙ্কর হবে। নেত্রী বলেন, অভিষেক দু'জায়গায় গিয়েছে, তাতেই ভয় পেয়ে গিয়েছে। আমি তো সব জায়গায় যাব। আমি জানিয়ে যাব না। তাঁর চ্যালেঞ্জ, মারলে মারো। কিন্তু যত দিন কণ্ঠ রয়েছে, তত দিন মাথা নত করব না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গরম মানেই বদহজম, অ্যাসিডিটি, বুকজ্বালা, পেট-ফাঁপা। এই সময় নিয়মিত মৌরির জল পান করুন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এটি পেটের গ্যাস কমায়, হজমশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে। পেটের ব্যথা কমায় এবং বুকজ্বালা কমাতেও সাহায্য করে

ভারতের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ স্কোলিওসিসের শিকার। স্কোলিওসিস হল মেরুদণ্ডের অস্বাভাবিক বক্রতা। এই বিরল রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে এবং প্রথম পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ের গুরুত্ব বোঝাতে প্রতি বছর জুনে পালিত হয় 'স্কোলিওসিস সচেতনতা মাস'।
লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

স্কোলিওসিস

বলিউডের প্রথম শ্রেণির তারকা তিনি। বলিউডের হার্টথ্রব বিশেষ করে মহিলামহলে। সেই গ্রিক গডের রূপে আগুন আর পায়ের জাদুতে মুগ্ধ ছিল দুনিয়া। ধীরে ধীরে সেই অপরূপ সৌন্দর্যের জায়গাটা বদলে নিজেকে নিয়ে আসেন সিক্স প্যাক অ্যাকশন অবতারে। মধ্যবয়সের প্রান্তেও এখনও তাঁর ফিটনেস দেখে অবাক হন সকলে। নাচের সময় মনে হয় তাঁর পায়ের তলায় হাজার হাজার সরষে। তিনি হলেন বলিউডি স্টার হৃত্বিক রোশন। কিন্তু জানেন কী? একটা সময় তাঁকে চিকিৎসকেরা বলে দিয়েছিলেন তিনি কোনওদিন নায়কসুলভ শরীর তৈরি করতে পারবেন না এবং নাচতেও পারবেন না। নাচ ছেড়ে দেবার পরামর্শ দেওয়া হয় তাঁকে।

এমনকী কোনওরকম শারীরিক পরিশ্রম তাঁর জন্য ঠিক ছিল না। সাধের জিম বন্ধ করে দিতে হয়। কারণ হৃত্বিকের ছিল মেরুদণ্ডের সমস্যা। ২১ বছর বয়সে হৃতিক মেরুদণ্ডের জটিল রোগে আক্রান্ত হন। যাকে চিকিৎসার পরিভাষায় বলা হয় স্কোলিওসিস। আসলে তাঁর মেরুদণ্ডটি ছিল বাঁকা। যদিও নেতিবাচক সেইসব কথায় ভেঙে পড়েননি হৃতিক। উল্টে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন এবং সেই রেজাল্ট সবার সামনে।

হরিয়ানার মেওয়াটের বাসিন্দা ১২ বছরের দীপাংশীর একটি বিরল গুরুতর মেরুদণ্ডের বিকৃতি ছিল। ওর বাবা মা প্রথম এই বিরল ত্রুটি লক্ষ্য করেন। ৭ বছর বয়স থেকেই তার পিঠ স্বাভাবিক বক্রতা থেকে ক্রমাগত বেশি বেঁকে যাচ্ছিল। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে বিষয়টা আরও বাড়তে থাকে। এরপরে তাঁর জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক স্কোলিওসিস ধরা পড়ে। পরবর্তীতে সার্জারি করানো হয় তাঁর।

সোদপুরের বাসিন্দা মেঘা বিশ্বাসের পাঁচ বছর বয়স থেকেই পিঠে মারাত্মক যন্ত্রণা হত। যন্ত্রণার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, একরত্তি মেয়েটির স্কুলব্যাগ পিঠে তুলতেও কষ্ট হত। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতেও ভয় পেত ছোট্ট মেঘা। ডাক্তার দেখিয়েও লাভ হয়নি। এভাবেই প্রায় ৫-৬ বছর কাটে এরপর যন্ত্রণাকাতর ১২ বছর বয়সি মেয়েকে নিয়ে গেলেন বেঙ্গালুরু ছোটেন বাবা। সেখানেই ধরা পড়ে মেঘার স্কোলিওসিস রয়েছে।

এই ধরনের ঘটনা আকছার বেরচ্ছে খবরের কাগজে, জানা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ স্কোলিওসিসের শিকার। যা একটি বিরল রোগ। স্কোলিওসিস হল মেরুদণ্ডের পাশের দিকের বা পার্শ্বীয় একটি অস্বাভাবিক বক্রতা।

অর্থাৎ মেরুদণ্ড স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বাঁকা। যেখানে মেরুদণ্ডটি ইংরেজি C বা S অক্ষরের মতো দেখতে লাগে। এটি শরীরের গঠনগত ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটায়।

এর কারণ কী

ইডিওপ্যাথি : স্কোলিওসিসের কারণ কিন্তু অজানা। প্রায় ৮০% স্কোলিওসিসের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ জানা যায় না, যাকে ইডিওপ্যাথিক স্কোলিওসিস বলে। এটি সাধারণত বয়ঃসন্ধির আগে দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধির সময় দেখা দেয়।

জন্মগত ত্রুটি : মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় মেরুদণ্ডের গঠন ঠিকমতো না হলে জন্ম থেকেই এই সমস্যা থাকতে পারে শিশুর অর্থাৎ কিছু ক্ষেত্রে এই রোগ বংশগত।

বয়সজনিত বা ডিজেনারেটিভ স্কোলিওসিস : ৫০ বছরের বেশি বয়সিদের মেরুদণ্ডের হাড় ক্ষয় হয়ে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া মেরুদণ্ডে আঘাত বা ইনফেকশন, টিউমার, অথবা কোনও অস্ত্রোপচারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকেও স্কোলিওসিস হতে পারে।

কী হয় স্কোলিওসিস থাকলে

- কাঁধের অসামঞ্জস্যতা। যেখানে একটি কাঁধ অন্যটির চেয়ে উঁচু দেখায়।
- একটি কাঁধের হাড় অন্যটির চেয়ে বেশি বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকতে পারে।
- কোমর এবং নিতম্বের উচ্চতার মধ্যে অসমতা এবং ভারসাম্যহীনতা। কোমরের একটা পাশ বেশি বাঁকা হতে পারে।
- স্কোলিওসিস আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে প্রায়শই অনিচ্ছাকৃতভাবে একপাশে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা দেখা যায়।
- প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডের কোনও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে সৃষ্টি হয় এই বিরল রোগ। শৈশবে চিকিৎসা না হলে বা কোনওরকম গাফিলতি হলে স্কোলিওসিস ক্রমশ বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে গুরুতর আকার ধারণ করে।
- পিঠে হালকা থেকে মাঝারি ব্যথা অনুভূত হতে পারে। এটা বড়দেরই বেশি দেখা যায়।
- স্কোলিওসিসের কারণে স্নায়ুর ওপর চাপ পড়লে পায়ের পাতা অসাড় হয়ে যায়। পা ঝিনঝিন করে, দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।
- অসম দেহভঙ্গির এবং মেরুদণ্ডের ভারসাম্যহীনতার কারণে পেশিগুলোকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। এর ফলে দ্রুত ক্লান্তি এবং অবসাদ দেখা দেয়।
- প্রাপ্তবয়স্করা স্কোলিওসিস-আক্রান্ত হলে মেরুদণ্ডের বক্রতা যত বাড়ে তত তাঁর উচ্চতা কমতে শুরু করে।

চিকিৎসা

স্কোলিওসিস ধরার প্রাথমিক পরীক্ষা হল অ্যাডামস ফরোয়ার্ড বেন্ডিং টেস্ট। এতে চিকিৎসক রোগীকে সামনের দিকে ঝুঁকে পা ছুঁতে বলেন রোগীর পিঠের দুই পাশ সমান আছে কি না বা পাঁজরের খাঁচার এক পাশ উঁচু-নিচু কি না তা দেখার জন্য। পাশাপাশি নিউরোলজিক্যাল টেস্ট করা হয় মেরুদণ্ডের বক্রতার কারণে স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ছে কি না। হাত-পায়ে অসাড়তা আসছে কি না জানতে। স্কোলিওমিটার দিয়ে বক্রতার কোণ পরিমাপ করা হয়। এছাড়া স্কোলিওসিস ডায়গনোসিসের ক্ষেত্রে এমআরআই এবং সিটি স্ক্যান করতে বলেন চিকিৎসক। মেরুদণ্ডে কোনও অস্বাভাবিকতা আছে কি না ধরতে। এক্স-রে করা হয় যাতে ধরা পড়ে শিড়দাঁড়া কত ডিগ্রি বেঁকেছে। যদি শিড়দাঁড়া ৫০ ডিগ্রির কম বেঁকে যায়, তা হলে স্পেশ্যাল বেল্ট পরে এবং নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে সেই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে ব্রেসিং পরার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। ফিজিওথেরাপির পরামর্শও দেন। কিন্তু ৫০ ডিগ্রির বেশি বেঁকে গেলে অস্ত্রোপচার ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। পূর্ণ রূপে সুস্থতা বক্রতার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। চিকিৎসায় মেরুদণ্ড ১০০% সোজা করা সবসময় সম্ভব না হলেও, সঠিক থেরাপির মাধ্যমে এই রোগে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়।

ভারতীয় দলের নতুন বোলিং কোচ হিসাবে সাইরাজ বাহুতুলের নাম ঘোষণা বোর্ডের

শনিবার শুরু টেস্ট, মুল্লানপুরে শুভমনরা

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট খেলতে মঙ্গলবার মুল্লানপুরে পৌঁছে গেলেন শুভমন, রাহুল, নীতীশেরা।

মুল্লানপুর, ২ জুন : আগামী শনিবার (৬ জুন) থেকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট খেলবে ভারত। তার জন্য মঙ্গলবারই মুল্লানপুরে পৌঁছে গেলেন অধিনায়ক শুভমন গিল, সহ-অধিনায়ক কে এল রাহুল-সহ ভারতীয় টেস্ট দলের সদস্যরা। আজকের দিনটা বিশ্রাম নিয়ে বুধবার থেকেই টেস্টের প্রস্তুতি শুরু করে দেবেন শুভমনরা।

এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের পেসার আকিব নবিকেও ডেকে নেওয়া হয়েছে। তবে তাঁকে ডাকা হয়েছে মূলত নেট বোলার হিসাবে। পাশাপাশি যদি কোনও পেসার চোট পেয়ে স্কোয়াড থেকে ছিটকে যান, তাহলে নবিকে মূল দলে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। বোর্ড সূত্রের খবর, মূলত নেট বোলার হিসাবেই নবিকে ডাকা হয়েছে। তবে নবি একা নন। আরও ছ'জনকে ডাকা হয়েছে নেটে বল করার জন্য। কারণ স্কোয়াডে থাকা মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণরা সবে আইপিএল খেলে ক্লান্ত। তাই নেটে খুব বেশিক্ষণ বল করবেন না। যাতে ব্যাটাররা পর্যাপ্ত অনুশীলনের সময় পান, তাই নবি-সহ মোট ছ'জন নেট বোলারকে ডাকা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত রঞ্জি মরশুমে ১২.৫৭ গড়ে ৬০ উইকেট দখল করেছিলেন নবি। অথচ টেস্ট দলে সুযোগ দেওয়া হয়নি ২৪ বছর বয়সী ডানহাতি পেসারকে। নবির বদলে নির্বাচকরা সুযোগ দেন পাঞ্জাবের পেসার গুর্নুর ব্রারকে। তিনি আবার রঞ্জিতে মাত্র ২৩ উইকেট নিয়েছিলেন। নবি ডাক না পাওয়াতে সমালোচিত হয়েছিলেন নির্বাচকেরা। সেই সময় প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকরের সাফাই ছিল, ভারতের মাটিতে খেলা হলে খুব বেশি পেসারকে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।

সিন্ধুর জয় হার লক্ষ্যের

জাকার্তা, ২ জুন : ইন্দোনেশিয়া ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন পিভি সিন্ধু। মঙ্গলবার প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় শাটলার ২৫-২৩, ২১-১৬ গেমে হারিয়েছেন থাইল্যান্ডের বুসানান ওংবামরুংফানকে। তবে সরাসরি গেমে জিতলেও, সিন্ধুকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিলেন থাই শাটলার। বিশেষ করে, প্রথম গেমে তো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। শেষ অবশ্য বাজিমাত করেন সিন্ধু-ই। ম্যাচ গড়িয়েছিল ৫১ মিনিট। তবে হতাশ করলেন দুই ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেন এবং কিদাম্বি শ্রীকান্ত। অল ইংল্যান্ডের ফাইনালিস্ট লক্ষ্য ইন্দোনেশিয়ার আলউই ফারহানের বিরুদ্ধে ১৯-২১, ১৬-২১ গেমে হেরে, প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন। শুরুতেই ছিটকে গিয়েছেন শ্রীকান্তও। জাপানের ইয়ুশি তানাকার বিরুদ্ধে ১৯-২১, ১৫-২১ গেমে হেরে গিয়েছেন তিনি। মেয়েদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন আরেক ভারতীয় মালবিকা বনসুদ। থাইল্যান্ডের পর্নপাওয়ি চোচুওংয়ের বিরুদ্ধে ১২-২১, ১০-২১ গেমে হেরেছেন মালবিকা।

বৈভবের বিজ্ঞাপন দর বাড়ল দ্বিগুণ

নয়াদিল্লি, ২ জুন : সদ্যসমাপ্ত আইপিএলে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ১৬ ম্যাচে ৭৭৬ রান। কমলা টুপি, আইপিএলের সবচেয়ে মূল্যবান ক্রিকেটার, সবচেয়ে বেশি ছক্কা, সবচেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেট, সেরা উদীয়মান ক্রিকেটার— সব ট্রফিই জিতেছেন ১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। নিটফল, দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে বৈভবের বিজ্ঞাপন দর।

আইপিএলের আগে একটি বিজ্ঞাপনের মুখ হতে ১ কোটি টাকা নিত বৈভব। সেই টাকা বেড়ে ২ কোটি হয়ে গিয়েছে। আগে একটি শিশুখাদ্য ও একটি পানীয় সংস্থার বিজ্ঞাপনের মুখ ছিল বৈভব। সেই দু'টির জন্য ১ কোটি টাকা নিয়েছিল সে। আইপিএলের পর ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি সংস্থা তার সঙ্গে কথা বলেছে। তখনই এই দ্বিগুণ দরের কথা জানা গিয়েছে।

প্রাপ্তবয়স্ক নয় বলে বৈভব নিজে বিজ্ঞাপনের দিকটি দেখে না। তার বাবা-মা পুরো বিষয়টি দেখেন। তাঁরাই একটি সর্বভারতীয় মিডিয়াকে জানিয়েছেন, বৈভবের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। সেই জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে সংস্থাগুলি এত লাভ

করছে। তার কিছুটা তো বৈভবের প্রাপ্য। তাই দর বাড়ানো হয়েছে।

এদিকে, বৈভবকে পেতে এখন থেকেই আসরে নেমে পড়েছে অন্তত দু'টি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি। যদিও রাজস্থান রয়্যালস তাকে কোনও মতেই ছাড়বে না। তবে পরের মরশুমের পর বড় নিলামের আগে বৈভবকে ধরে রাখতে যে রাজস্থানকে বড় টাকা খরচ করতে হবে তা নিশ্চিত। ১৫ থেকে ১৮ কোটি টাকা দাম উঠতে পারে বৈভবের।

ভিসা সমস্যায় আটকে কোচ

মেক্সিকো সিটি, ২ জুন : হেড কোচ হুগো ব্রুস ভিসা হাতে পেলেও তাঁর সহকারী হেলমন মখালেলেকে ছাড়াই বিশ্বকাপ খেলতে মেক্সিকোয় পৌঁছে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভিসা জটে আটকে গিয়েছেন দুই কোচ। আগামী ১১ জুন বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচেই নামছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বাফানা বাফানার প্রতিপক্ষ অন্যতম আয়োজক মেক্সিকো। রবিবার বিশ্বকাপের জন্য রওনা হওয়ার কথা থাকলেও কোচ এবং অধিকাংশ ফুটবলারের ভিসা পেতে দেরি হয়। তাই সোমবার জোহানেসবার্গ থেকে ২৪ ঘণ্টার যাত্রা শেষে মেক্সিকোয় পৌঁছয় দক্ষিণ আফ্রিকা। সহকারী কোচ মখালেলের ভিসা খারিজ হওয়ায় জোহানেসবার্গে মার্কিন দূতাবাসকে দায়ী করেছে সে দেশের ফুটবল ফেডারেশন।

সেমিফাইনালে জেরেভ

প্যারিস, ২ জুন : কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের পথে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছেন আলেকজান্ডার জেরেভ। মঙ্গলবার স্প্যানিশ তরুণ রাফায়েল জোদারকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে ছেলেদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে উঠছেন জার্মান তারকা। প্রথম সেটে জোদার কিছুটা বেগ দিলেও, ৭-৬ (৭/৩), ৬-১, ৬-৩ ফলে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন জেরেভ।

চোটের কারণে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন কার্লোস আলকারেজ। ছিটকে গিয়েছেন জানিক সিনার এবং নোভাক জকোভিচও। ফলে ২৯ বছর বয়সি জেরেভের সামনে প্রথমবার ফ্রেঞ্চ ওপেন ট্রফি জেতার দারুণ সুযোগ।

এদিকে, প্রথম ফ্রেঞ্চ ওপেন খেতাব জয়ের পথে আরও একটা ধাপ এগোলেন আরিয়ানা

জয়ের পথে জেরেভ। মঙ্গলবার।

সাবালেঙ্কা। বিশ্বের এক নম্বর মহিলা তারকা শেষ ষোলো রাউন্ডে স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী নাওমি ওসাকাকে। ম্যাচের ফল ৭-৫, ৬-৩ সাবালেঙ্কার পক্ষে। খেতাবের প্রবল দাবিদার ইগা সুইয়াটেক আগেই ছিটকে গিয়েছেন। ফলে সাবালেঙ্কার সামনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ।

এদিকে, চলতি ফ্রেঞ্চ ওপেনে চমক দিয়েই চলেছেন মার্তা কস্তিউক। তৃতীয় বাছাই ইগাকে হারানোর পর, মার্তা মঙ্গলবার সপ্তম বাছাই এলিনা শ্বেতলিনাকে হারিয়ে মেয়েদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন। প্রথম সেট হেরেও, ৩-৬, ৬-২, ৬-২ ব্যবধানে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেন মার্তা। মেয়েদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে উঠেছেন অষ্টম বাছাই মিরা আন্দ্রিভাও। কোয়ার্টার ফাইনালে মিরা ৬-০, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন বেলজিয়ামের সোরানা ক্রিস্টিয়াকে। ১৯ বছর বয়সি রুশ তরুণী এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ফ্রেঞ্চ ওপেনের শেষ চারে উঠলেন।

দেশের মাটিতেই বিদেশ সফর!

সেপ্টেম্বরে আফগানদের বিরুদ্ধে সিরিজ ভারতের

নয়াদিল্লি, ২ জুন : প্রথমবার আয়োজক দেশ হিসাবে ভারতের বিরুদ্ধে কোনও সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান। কিন্তু সেই সিরিজ খেলতে বিদেশে যেতে হচ্ছে না টিম ইন্ডিয়াকে। দেশের মাটিতেই আফগানদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবে গৌতম গম্ভীরের দল!

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, আগামী ১৩, ১৬ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিনটি টি-২০ ম্যাচ খেলবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। তবে এই প্রত্যেকটি ম্যাচই হবে দিল্লিতে। বিসিসিআইয়ের এক সূত্র জানিয়েছে, আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে এই অনুরোধ করেছিল। তাদের অনুরোধ মেনে নিয়েছে বিসিসিআই।

নিজেদের দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে গত এক দশক ধরে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে নিজেদের হোম সিরিজ় খেলে আফগানিস্তান। ২০১৭ সালে গ্রেটার নয়ডায় আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ় আয়োজন করেছিল তারা। ২০১৮ সালে দেহরাদূনে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে এসেছিল বাংলাদেশ। আবার ২০২৪ সালে গ্রেটার নয়ডায় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার কথা ছিল আফগানিস্তানের। কিন্তু বৃষ্টিতে সেই ম্যাচ ভেস্তে যায়। প্রসঙ্গত, ৬ জুন থেকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট ও তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলবে ভারত। সেই সিরিজ়ের আয়োজক অবশ্য ভারত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে পরের আইপিএলের একটি ম্যাচে নির্বাসিত টিম ডেভিড

মাঠে ময়দানে

3 June, 2026 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

আজ প্রস্তুতি শুরু বাগানে

প্রতিবেদন: বুধবার কলকাতা লিগের প্রস্তুতি শুরু করছে মোহনবাগান। কোচ বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে নিজেদের মাঠে বিকেল সাড়ে চারটেয় অনুশীলন শুরু সবুজ-মেরুনের। প্রথম দিনের অনুশীলনে থাকতে পারবেন না ইস্টবেঙ্গল থেকে বাগানে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বাঙালি স্ট্রাইকার সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। সায়নের পাশাপাশি অভিষেক সূর্যবংশী ও কিয়ান নাসিরিও কয়েকদিন পর অনুশীলনে যোগ দেবেন। জুনিয়র দলের প্রিয়াংশ দুবে, টংসিং, করণ রাই, মিংমা শেরপারা প্রথম দিনের অনুশীলনে থাকবেন। সিনিয়র দলের রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, সুহেল ভাটেরও থাকার কথা অনুশীলনে। অন্য ক্লাব থেকে আসা রাজ বাসফোর, তন্ময় ঘোষরাও প্রথম দিনের অনুশীলনে থাকবেন বলেই জানা গিয়েছে। ফুটবলাররা ধাপে ধাপে ঘরোয়া লিগের প্রস্তুতিতে যোগ দেবেন। গত কয়েক মরশুমে ব্যর্থতার পর এবার কলকাতা লিগকে গুরুত্ব দিচ্ছে মোহনবাগান। কোচ হিসেবে ব্যর্থ ডেগি কার্ডোজোকে ছেড়ে অভিজ্ঞ বাস্তব রায়ের উপরই আস্থা রেখেছে ম্যানেজমেন্ট। ২৫ জুন লিগ শুরু হওয়ার কথা। তার আগে দলকে প্রস্তুত করাই লক্ষ্য কোচ বাস্তবের।

রায়ানের বিকল্প হলেন পার্থিব

প্রতিবেদন : লন্ডনে ইউনিটি কাপে খেলে খালিদ জামিলের ভারত তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে জোড়া ফ্রেন্ডলি খেলতে হিসোর পৌঁছে গিয়েছে। ৫ ও ৯ জুন দু'টি ম্যাচ ভারতের। চোটে ছিটকে যাওয়া রায়ান উইলিয়ামসের পরিবর্ত হিসেবে পার্থিব গগৈকে দলে নেওয়া হয়েছে। মোহনবাগানের ছয় ফুটবলারও যোগ দিয়েছে। এদিকে রায়ানের চোটের চিকিৎসার দায়িত্বভার কি ফেডারেশন নেবে? উঠছে প্রশ্ন। শোনা যাচ্ছে, ফিফা উইন্ডোর বাইরে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পাওয়ায় রায়ান ইস্যুতে নাকি বেঙ্গালুরুর সঙ্গে যোগাযোগই করেনি এআইএফএফ। ইউনিটি কাপে মোহনবাগানের ফুটবলার না ছাড়ার সিদ্ধান্তে যে ভুল ছিল না, তা রায়ানের ঘটনাতেই পরিষ্কার। ভারতীয় কোচ খালিদ জামিলের কাছে তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে এই দুই ম্যাচ অগ্নিপরীক্ষা। ব্যর্থ হলে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়বেন খালিদ।

ইমামির সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় চাপে ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন: আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলে ঘোর সংকট। লগ্নিকারী সংস্থা ইমামির সঙ্গে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা বাড়ল ক্লাবের। নতুন মরশুমের সম্ভাব্য ফুটবল ক্যালেন্ডার মঙ্গলবার ফেডারেশন জানালেও পরবর্তী আইএসএল আয়োজন নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। সোমবারের বৈঠকে ইমামির তরফে ক্লাব কর্তাদের শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গলে বিনিয়োগে আগ্রহী নয় তারা। ক্লাব কর্তাদের তরফে ইমামিকে অনুরোধ করা হয়েছে, আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে দল এএফসি প্রতিযোগিতায় খেলবে। ভাল দল গড়া দরকার। এই পরিস্থিতিতে অন্তত আরও একটা মরশুম ক্লাবের সঙ্গে তাদের থেকে যাওয়া উচিত। ক্লাবের অনুরোধে ভেবে সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য কিছুটা সময় চেয়েছে লগ্নিকারী সংস্থা।

আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েও সংকটে ইস্টবেঙ্গল। অনিশ্চয়তায় ফুটবলাররা।

সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে ক্লাব তাঁবুতে জরুরি কর্মসমিতির বৈঠকে বসেছিলেন কর্তারা। দলগঠনে সবাইকে আর্থিকভাবে অবদান রাখার জন্য কর্মসমিতির সদস্যদের কাছে আবেদন করেছেন শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। জানা গিয়েছে, ইমামি তিন মাস আগেই ক্লাবকে সতর্ক করে দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, তারা আর ফুটবল দল চালাতে আগ্রহী নয়। কোচ, ফুটবলাররাও তা জানতেন। তবু ক্লাব কর্তারা আশায় ছিলেন, দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ভাবনা বদলাবে লগ্নিকারী। তবে এদিন বৈঠকের পর দেবব্রত সরকার সমর্থকদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের মতোই দল গড়বে। এএফসি ও আইএসএলের জন্য ভাল দলই হবে। বাকিটা ঈশ্বরের হাতে। ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিরক্ত ইমামি। তবে আমরা নিজেদের দমেই খেলব।

পেশাদার টেনিসে ফিরছেন সেরেনা

নিউইয়র্ক, ২ জুন : ৪৪ বছর বয়সে ফের টেনিস কোর্টে ফিরছেন সেরেনা উইলিয়ামস। কিংবদন্তি মার্কিন তারকা জানিয়েছেন, চলতি মাসে ইংল্যান্ডের কুইন্স চ্যাম্পিয়নশিপে খেলবেন তিনি। দীর্ঘ দিন বাদে প্রথম সারির একটি প্রতিযোগিতায় নামতে চলেছেন সেরেনা। তিনি কুইন্সের ডাবলস বিভাগে খেলবেন কানাডার ভিক্টোরিয়া এমবোকোর সঙ্গে জুটি বেঁধে। ২০২৩ ইউএস ওপেনের পর আবার কোর্টে ফিরতে চলেছেন সেরেনা। সেবার তৃতীয় রাউন্ডেই ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। পরে ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে ছিটকে যান। তার ঠিক আগের বছর, অর্থাৎ ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে সেরেনা জানিয়েছিলেন, তিনি টেনিস থেকে দূরে কীভাবে জীবন কাটাবেন তা নিয়ে ভাবনা শুরু করেছেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে অবসর না নিলেও অনেকেই ভেবেছিলেন সেরেনার টেনিস জীবন শেষ।

সেরেনা জানিয়েছেন, নতুন অধ্যায় শুরুর জন্য কুইন্স ক্লাব নিখুঁত জায়গায়। জীবনের স্মরণীয় মুহূর্তগুলো কাটিয়েছি ঘাসের কোর্টে খেলে। টেনিসের ঐতিহ্যশালী একটা মঞ্চে আবার ফিরতে পেরে আমি গর্বিত।

ক্যালেন্ডার প্রকাশ ফেডারেশনের

আইএসএল : ফের চিঠি দিল ক্লাব জোট

প্রতিবেদন : আইএসএলের বাণিজ্যিক স্বত্ব নিজেরা নিয়ে লিগ আয়োজন করতে চেয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে মঙ্গলবার ফের চিঠি দিয়েছে ক্লাব জোট। যথারীতি জোটে নেই ইস্টবেঙ্গল। মরশুম শেষে দেশের ১৫০-র বেশি ফুটবলার চুক্তিহীন। চাপের মুখে নতুন মরশুমের সম্ভাব্য একটা ফুটবল ক্যালেন্ডার রাজ্য সংস্থাগুলিকে পাঠিয়েছে ফেডারেশন। যেখানে ২০২৬-২৭ মরশুমের আইএসএল উইন্ডো রাখা হয়েছে চলতি বছরের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৭-এর ১১ এপ্রিল পর্যন্ত। অর্থাৎ সাড়ে সাত মাসের লম্বা লিগ। কিন্তু আইএসএল আয়োজন নিয়ে জটিলতা কী দ্রুত কাটবে?

লিগ আয়োজন নিয়ে ফেডারেশনকে আগের পাঠানো চিঠির সংশোধনী এদিন পাঠিয়েছে ক্লাবগুলি। একটি পয়েন্ট শুধু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ক্লাবগুলি আবারও প্রিমিয়ার লিগের ধাঁচে নিজেরা আইএসএল আয়োজন করার প্রস্তাব দিয়েছে। বাণিজ্যিক স্বত্ব নিজেদের হাতেই রাখবে ক্লাবগুলি। সংশোধিত চিঠিতে লেখা হয়েছে, দুই মরশুমের জন্য আপাতত লিগ আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। প্রতি মরশুমে এআইএফএফ-কে ১৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। আইএসএলে দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্যিক অংশীদার হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকা জিনিয়াস স্পোর্টস ১৩ কোটি টাকা দিতে চেয়েছিল ফেডারেশনকে। ক্লাব জোট ২ কোটি টাকা বেশি দিতে চায় পেরেন্ট বডিকে। ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমরা চিঠি এখনও দেখিনি। সবার স্বার্থ সুরক্ষিত রেখেই সিদ্ধান্ত হবে। খারাপ সময়ে এবার আইএসএল হয়েছে। আগামী বছরও হবে। আগামী সপ্তাহে কর্মসমিতির বৈঠকে জিনিয়াসের প্রস্তাব, ক্লাব জোটের প্রস্তাব সব কিছু নিয়েই আলোচনা হবে।

ভারতের সামনে আজ ভুটান

মারগাঁও, ২ জুন : মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে বুধবার গোয়ার ফাতোরদা স্টেডিয়ামে ভারতের সামনে ভুটান। দিনের প্রথম সেমিফাইনালে বাংলাদেশ খেলবে নেপালের বিরুদ্ধে। ভারতের জন্য সুখবর, ইউরোপিয়ান লিগে খেলে সেমিফাইনালের আগেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তারকা ফরোয়ার্ড মনীষা কল্যাণ। ষষ্ঠ খেতাবের সামনে দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্বাসী ভারত।

৫ সেকেন্ডে থ্রো-ইন, প্রতিবাদে শাস্তি বিশ্বকাপে

জুরিখ, ২ জুন : বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে বাকি আর ১০ দিন। আগামী ১১ জুন ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ১২টায় মেগা ইভেন্টে বল গড়াবে মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে। এবারের বিশ্বকাপে দেখা যাবে বেশ কিছু নতুন নিয়ম।

মুখ ঢেকে কথা বললে লাল কার্ড

কোনও খেলোয়াড় যদি উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে হাত, বাহু বা জার্সি দিয়ে মুখ ঢেকে কথা বলেন এবং সেটা যদি সংঘাতপূর্ণ হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারকে সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হবে। তবে ক্লাব ফুটবলে সতীর্থ অথবা প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথনের সময় মুখ ঢেকে রাখলে শাস্তি দেওয়া হবে না।

প্রতিবাদে মাঠ ছাড়লেই লাল কার্ড ও হার

রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কোনও খেলোয়াড় মাঠ ছেড়ে গেলে তাঁকে সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হবে। একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে দলের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও। যদি তাঁরা খেলোয়াড়দের মাঠ ছাড়তে প্ররোচিত করেন। কোনও দল ম্যাচ পরিত্যাগ করলে তারা হেরে যাবে। আফ্রিকা কাপ অব নেশনস ফাইনালে মরক্কোর বিরুদ্ধে সেনেগালের মাঠ ছাড়ার ঘটনার পর নতুন এই নিয়ম আনা হয়েছে।

থ্রো-ইন ও গোল কিকে ৫ সেকেন্ড টাইমার

খেলার গতি বাড়াতে রেফারি প্রতিটি থ্রো-ইন ও গোল কিকের আগে ৫ সেকেন্ড কাউন্টডাউন শুরু করবেন। এই সময়ের মধ্যে বল ইন-প্লে না হলে প্রতিপক্ষ দলকে থ্রো-ইন বা কর্নার কিক দেওয়া হবে।

পরিবর্তে (সাবস্টিটিউশনে) সময়সীমা

বদলি হওয়া খেলোয়াড়কে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে মাঠ ছাড়তে হবে। সময় না মানলে পরবর্তী এক মিনিটের মধ্যে শুধুমাত্র খেলা থামার পর এবং রেফারির সংকেত পেলেই

মাঠে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। চোটের ক্ষেত্রে নিয়ম শিথিল থাকবে।

চিকিৎসায় বাধ্যতামূলক বিরতি

খেলোয়াড় চোট পেয়ে মাঠে চিকিৎসা নিলে খেলা পুনরায় শুরু হলে তাঁকে এক মিনিটের জন্য মাঠ ছাড়তে হবে। তবে গোলকিপারের চোট, মাথায় আঘাত (কনকাশন) কিংবা সংঘর্ষের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

ভিএআর প্রোটোকলে নতুন ক্ষমতা

ভুলভাবে লাল বা হলুদ কার্ড দেখানো হলে, কর্নার কিকের সিদ্ধান্তে ভুল থাকলে এবং সেট-পিস শুরুর আগে ফাউল উপেক্ষিত হলে ভিএআর রেফারিকে অন-ফিল্ড রিভিউয়ের পরামর্শ দেবে এবং প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত সংশোধন করা হবে।

৩ মিনিটের হাইড্রেশন ব্রেক

ম্যাচের প্রতি অর্ধে একটি করে ৩ মিনিটের হাইড্রেশন বিরতি রাখা হবে। তবে চোট বা ম্যাচ পরিস্থিতিতে রেফারি সময় পরিবর্তন করতে পারবেন।

গোলকিপারের চোটে বিধিনিষেধ

গোলকিপার মাঠে চিকিৎসাধীন থাকলে কোনও খেলোয়াড় বা দলকে টাইম-আউট নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

আইপিএল জিতেই স্ত্রী অনুষ্কার সঙ্গে বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমে বিরাট

‘মিশন বিশ্বকাপ’ শুরু মেসি-রোনাল্ডোর

সতীর্থ এমিলিয়ানো মার্টিনেজের সঙ্গে মেসি। (ডানদিকে) পর্তুগাল শিবিরে খোশমেজাজে রোনাল্ডো।

কানসাস সিটি ও লিসবন, ২ জুন : একজনের লক্ষ্য টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়া। অন্যজনের চোখ অধরা কাপে।

লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আসন্ন বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন বিশ্ব ফুটবলের দুই মহাতারকা। মেসি ও রোনাল্ডো দু’জনেই রেকর্ড ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে চলেছেন। দু’জনেরই এটি শেষ বিশ্বকাপের আসর বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ফলে দু’জনেই মুখিয়ে থাকবেন বিদায়ী মঞ্চকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য।

কানসাস সিটিতে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শিবিরের প্রথম দিনের অনুশীলনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন মেসি। তবে দ্বিতীয় দিনেই সতীর্থদের সঙ্গে প্র্যাকটিসে নেমে পড়লেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। চার বছর আগের কাতার বিশ্বকাপে মেসি অসাধারণ ফুটবল খেলে আর্জেন্টিনার হাতে কাপ তুলে দিয়েছিলেন। সাতটি গোল করা ছাড়াও তিনটি অ্যাসিস্ট ছিল তাঁর নামের পাশে। এবারও মেসিই আর্জেন্টিনা দলের প্রধান ভরসা। তবে একটাই আশঙ্কা, ৩৯ বছরের মেসি সব ম্যাচেই টানা ৯০ মিনিট খেলার ধকল সামলাতে পারবেন তো! কোচ লিওনেল স্কালোনি যদিও আত্মবিশ্বাসী, বিশ্বকাপে চেনা ফর্মেই দেখা যাবে মেসিকে। এদিকে, ফুটবল কেরিয়ারে অসংখ্য ট্রফি জিতলেও, বিশ্বকাপ এখনও অধরা রোনাল্ডোর। ৪১ বছরের রোনাল্ডো আগের পাঁচটি বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে ২২টি ম্যাচ খেলে ৮টি গোল করেছিলেন। পর্তুগাল শিবিরে যোগ দিয়েই রোনাল্ডোর বার্তা— বিশ্বকাপ মিশন শুরু। এটাই প্রমাণ করছে, পর্তুগালকে বিশ্বকাপ জেতাতে তিনি কতটা মরিয়া। পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেজ বলছেন, ক্রিশ্চিয়ানোর মতো সাফল্যের খিদে আমি খুব কম ফুটবলারের মধ্যে দেখেছি। এর জন্যই এই বয়সেও ক্রিশ্চিয়ানো বিশ্বের সেরা ফুটবলারদের অন্যতম। আমাদের দলের তরুণ ফুটবলারদের কাছে ও উদাহরণ। ওকে দেখেই গোটা দল উদ্দীপ্ত হবে।

রোনাল্ডোও শিবিরে যোগ দিয়েই প্র্যাকটিসে নেমে পড়ছেন সতীর্থদের সঙ্গে। উদ্দীপ্ত করছেন সবাইকে। কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ থেকে তিনি যে খালি হাতে ফিরতে রাজি নন, সেটা রোনাল্ডোর শরীরী ভাষাতেই পরিষ্কার।

তীব্র গরম ও উচ্চতার জন্য প্রস্তুতি ইংল্যান্ডের

ফ্লোরিডা, ২ জুন : দীর্ঘ ছয় দশক পর কি বিশ্বকাপ ঘরে ফেরাতে পারবে ইংল্যান্ড? উত্তর দেবে সময়। তবে স্বপ্নপূরণের মিশনে মার্কিন মুলুকের অতিরিক্ত গরম, আর্দ্রতা এবং উচ্চতাও বিশ্বকাপে হ্যারি কেনদের সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে মায়ামিতে ১০ দিনের বিশেষ শিবির শুরু করে দিল ইংল্যান্ড। সোমবারই বার্মিংহ্যাম থেকে মায়ামি পৌঁছে যায় টমাস টুহেলের দল। ইংল্যান্ড কোচ জানিয়েছেন, গরমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাঁরা টিম জিবি-র সাহায্য নিচ্ছেন। এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করবেন ফুটবলারদের। ২০২০ সালের টোকিও অলিম্পিকে

মায়ামিতে হ্যারি কেন।

গরমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে টিম জিবি-র (গ্রেট ব্রিটেন) বিশেষ প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের অ্যাথলিটরা। এবার আমেরিকা, মেক্সিকো ও কানাডার গরম আবহাওয়া ও সেখানকার উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নিতেও একই পন্থা নিয়েছে ইংলিশ ফুটবলের কর্তারা। তবে ইংল্যান্ড কোচ টুহেল জানিয়েছেন, পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও তাঁরা প্রস্তুত। টুহেল বলেছেন, আমরা এই ধরনের গরম ও আর্দ্রতায় অভ্যস্ত নই। এমনকী মেক্সিকোতে খেললে সেখানকার উচ্চতাতেও অভ্যস্ত নই। বিশ্বকাপে এবার অনেক চালেঞ্জ থাকবে। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত। হ্যারিদের কোচ আরও বলেন, গরমের মধ্যে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কেমন হয়, তা আমরা জানি এবং আমাদের শরীর ঠান্ডা রাখার কৌশলও রয়েছে। খেলোয়াড়দের মানিয়ে নিতে সাহায্য করে এমন সমাধান বের করার জন্য আমরা টিম জিবি এবং সারা বিশ্বের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিচ্ছি। টুহেল অবশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁরা গরম বা উচ্চতার বিষয়টি নিয়ে এখন থেকেই অজুহাত খাড়া করতে চান না।

শেষ বিশ্বকাপটা জিততে চান দেশঁ

দেশঁর সেরা অস্ত্র এমবাপে।

প্যারিস, ২ জুন : ফুটবলার ও কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জেতার নজির তাঁর নামের পাশে। প্রয়াত মারিও জাগালো এবং ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের সঙ্গে একাসনে রয়েছেন ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁ। ২০২৬ বিশ্বকাপ তাঁর বিদায়ী বিশ্বকাপ হতে চলেছে। নিজের শেষ বিশ্বকাপে ফ্রান্সকে চ্যাম্পিয়ন করতে পারলে প্রথম কোচ হিসেবে (দু’বার কোচ এবং একবার ফুটবলার হিসেবে বিশ্বজয়) অনন্য কীর্তি গড়বেন কিলিয়ান এমবাপেদের হেড স্যার। এমনকী ১৯ জুলাই ফাইনাল খেলতে পারলেও কোচ হিসেবে টানা তিন বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার নজির গড়বেন দেশঁ। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর কাছে দুই শব্দের ‘বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন’-এর গুরুত্বই আলাদা। ফিফার ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেশঁ বলেছেন, আমি যথেষ্ট ভাগ্যবান যে ক্লাব পর্যায়ে বিভিন্ন খেতাব জিতেছি। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের সৌভাগ্যও হয়েছে। কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনুভূতির সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না। আপনার নাম হয়তো একই থাকে। কিন্তু সেই নামের সঙ্গে চিরকালের জন্য দু’টি শব্দ যুক্ত হয়ে যায়, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। তবে আমি কেবল আজ আর আগামী কালের কথাই ভাবি। ১৯৯৮ এবং ২০১৮ সালের স্মৃতি চিরকাল আমার হৃদয় অম্লান হয়ে থাকবে। আসল কথা হল, এরপর আমরা কী করতে যাচ্ছি।

লক্ষ্য হেক্সা, আমেরিকা পৌঁছে গেলেন নেইমাররা

রিও ডি জেনেইরো, ২ জুন : ‘হেক্সা’ (ষষ্ঠ বিশ্বকাপ ট্রফি) জয়ের লক্ষ্যে আমেরিকা পৌঁছে গেল ব্রাজিল ফুটবল দল। সোমবার রাতে রিও-র গালেও বিমানবন্দর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির উদ্দেশ্যে বিমান ধরেছিলেন নেইমার-ভিনিসিয়াস জুনিয়ররা। মঙ্গলবারই তাঁরা পা রাখলেন মার্কিন মুলুকে।

আমেরিকা পাড়ি দেওয়ার আগে, ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠান রাখা হয়েছিল জাতীয় দলের জন্য। যেখানে ভিডিওবার্তায় বিশ্বকাপের জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কোচ ও ফুটবলারদের পরিবারের সদস্যরা। ওই অনুষ্ঠানে নাতি ও নাতনির শুভেচ্ছা পেয়ে আবেগে ভেসে গিয়েছেন নেইমারদের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। ভিডিওতে দুই খুদেকে বলতে শোনা গিয়েছে-- ‘দাদু, বিশ্বকাপের জন্য শুভেচ্ছা। আমরা তোমাকে খুব ভালবাসি। স্পেন ও ফ্রান্সকে হারাতেই হবে। আমাদের জন্য হেক্সা ট্রফিটা ঘরে নিয়ে এসো।’

নিউ জার্সিগামী বিমানে সতীর্থদের সঙ্গে নেইমার।

নাতি-নাতনির এই বার্তায় চোখের জল আটকে রাখতে পারেননি আনচেলোত্তি। ভিডিও চলাকালীন তাঁকে চোখের জল মুছতে দেখা গিয়েছে। পরে বর্ষীয়ান কোচ বলেন, পরিবারের সদস্যদের বার্তা পেলে চোখের জল ধরে রাখা কঠিন। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে দেশ ছাড়ার আগে নেইমার-সহ পুরো দল একসঙ্গে ফটো সেশন করেন। প্রত্যেকের পরণে ছিল একই রকম জামা। সেই ছবি নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন নেইমার। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘সবাই একসঙ্গে।’